ভক্তি সিদ্ধান্ত ভাগবত।

মহর্ষি

শ্রীশ্রী৺ গুরুদেব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

কর্ত্তৃক

গৃহস্থাশ্রম বিষয়ে উপদেশ।

শ্রেয়ান স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ (গীতা)

শ্রীআশুতোষ দাস কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা অনুবাদ

প্রণীত ও প্রকাশিত।

২৯ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট,
পোঃ হ্যারিসন রোড

১৩২৩ সনাব্দঃ।

উৎসর্গ।

"জীবনের সর্ব্বোচ্চ সোপান অমূল্য
রতন প্রেম ভক্তি মিলে যথা।"

বাল্যকালে যাঁহার স্তন্য অমৃত ধারার ন্যায় আমার হৃদয়ের প্রতি ধমনীতে পবিত্র শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে, আমার জীবনকে পরিপুষ্ট করিয়াছে, যৌবনে যাঁহার অমর আশীর্ব্বাদে মানবের অসীম কর্ম্মক্ষেত্রে সম্পদে বিপদে আমাকে অনন্ত শক্তি প্রদান করিতেছে, যাঁহার অমীয় মাখা অকৃত্রিম স্নেহ-বাক্য সংসারে আমার অচ্ছেদ্য বন্ধন, মহাশক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপা সেই মাতৃদেবীর শ্রীচরণে অকৃতি সন্তানের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হইল।

আপনার স্নেহের
শ্রীআশুতোষ দাস।

শ্রীশ্রীগুরুপদ

ভরসা।

আর ঘুমায়ে থেক'না
জাগ, দেখ ঐ উষার আলোক,
নবীন জীবনে নবীন উৎসাহে
হও অগ্রসর নবীন পুলকে
তরুণ তরণী নবীন নাবিক
নূতন আরোহী নূতন সব।
পুরাতন ফেলে ছুটে এস আগে
জাগায়ে জীবনে নূতন ভাব।
অসংখ্য পাপীর মহা গুরু ভার
বহিবারে ঐ আমার তরী,
কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা অভিমান
বিন্দু মাত্র কিন্তু বহিতে নারি।
রেখে এস দূরে, ধনী কিম্বা দীন
বিনা মূল্যে পার করিব সবায়,
দয়া, মৈত্রী, জীবে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা,
হরেকৃষ্ণ নাম পারের সহায়।
গাও হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে,
নিশি কিম্বা দিনে যে ভাবে থাক,
পাপ তাপ জ্বালা সব দূরে যাবে,
হরে কৃষ্ণ হরে বলিয়া ডাক।

হরে কৃষ্ণ হরে   হরে রাম নাম
গাও সবে জীব দুবাহু তুলে,
পাপী ভালবাসি,   তাই আসিয়াছি
পাপীরে তুলিয়া লইতে কোলে।
প্রতি ঘরে ঘরে   প্রতি নারী নরে
ডাকিছেন ঐ "চৈতন্য" আমার
চেতন হইয়া   গাও হরেকৃষ্ণ,
শান্তিধাম ঐ সম্মুখে তোমার॥

সমাজ।

জাতীয় জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র।

সমাজস্থ বিভিন্ন জাতিগণের মধ্যে ব্যবহারগত বা কর্ম্মগত পার্থক্য স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক পার্থক্য নিবন্ধন সময়ে কর্ম্মগত বিরোধ উপস্থিত হইয়া জাতিকে বা সমাজকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। যাহাতে সে পার্থক্যের সামঞ্জস্য বিধান হয়, তাহার জন্য এক লক্ষ্যাভিমুখী কোন মৌলিক কর্ম্ম পদ্ধতির প্রচলন থাকা আবশ্যক। তাহা হইলেই জাতীয় জীবন সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে সমর্থ হয়। যে সমাজে যে জাতীর মধ্যে এই সকল কর্ম্মপদ্ধতি অক্ষুণ্ণভাবে পরিচালিত হইতে পারে, সেই সমাজ এবং সেই জাতির উন্নতি অবশম্ভাবী।

ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিতে হইলে আশ্রম ধর্ম্মের বিধানগুলি প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্যক; তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষিত

হইয়া মানবের জীবন নিয়ন্ত্রিত এবং শক্তিশালী হইতে পারে; অধিকন্তু উহাতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় হইয়া মানব জীবনের চরম লক্ষ্য প্রেমের উদয় হয়। কিন্তু মানুষ চাহে অবিরাম সুখ— অবিরাম আনন্দ। উহা কিন্তু প্রেমের ফল মাত্র। মানুষ তাহা ভুলিয়া যাহা তাহা করিয়া উচ্ছৃঙ্খল সাজে, ধ্বংস হইতে বসে; তাই এত দুঃখ এত অভাব হয়। বর্ত্তমান আর্য্য-সমাজ ব্রহ্মচর্য্যের সহিত নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম-শক্তি হারাইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে ও সুখ শান্তি হারাইয়া পতন মুখে অগ্রসর হইতেছে। আর্য্য সমাজকে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত শক্তিশালী করা সাধারণ শক্তির সাধ্যায়ত্ব নহে। যে শক্তির আকর্ষণ প্রভাবে কোন মহাশক্তিধর অবতীর্ণ হইয়া স্বেচ্ছাচার কলুষিত পিচ্ছিল সমাজ ক্ষেত্রে শিথিল শক্তি পতনোন্মুখ জাতিকে হাতে ধরিয়া রাখিতে পারেন, যে প্রকার কর্ম্ম-পদ্ধতি আচরণ করিলে, সেই প্রকার পবিত্র শক্তি সঞ্চয় হইতে পারে এই গ্রন্থে তাহারই আলোচনা করা হইল। ইতি—

প্রকাশক।

শ্রীশ্রীগুরুপদ
ভরসা।

গণপতি-বন্দনা।

ওহে গণপতি তুমি মঙ্গল-আলয়। বিঘ্নহর লম্বোদর সবার আশ্রয়॥ সূর্য্য সম তব প্রভা অতি অনুপম। ভবের কাণ্ডারী তুমি বিদিত ভুবন॥ সবার অগ্রেতে হয় তোমার অর্চ্চনা। তোমাকে পূজিলে পূরে মনের বাসনা॥ তোমার মহিমা বল কে করে বর্ণন। নিজে বীণাপাণি কভু না হয় সক্ষম॥ তব পদে পুনঃপুনঃ করি নমস্কার। মনের কামনা পূর্ণ করহ আমার।

গুরুদেব-চরণ-বন্দনা।

নমঃ নমঃ গুরুবর, যুড়ি প্রভু দুই কর, তোমার চরণে এ মিনতি। আপন কর্ম্মের ফলে, জন্মি যথা যেই কুলে, তব পদে থাকে যেন মতি॥ চালাও যে পথে পুণ্য, দেহ কর ব্যাধি শূন্য, মনের মালিন্য কর দূর। ঘুচাও মনের ভ্রান্তি, পাই যেন সুখ শান্তি, বিমল আনন্দ সুপ্রচুর॥ না বুঝি শাস্ত্রের যুক্তি, সাধু সাধকের উক্তি, ভক্তি দাও, মুক্তি নাহি চাই। করিতে পরের হিত, হই যেন নিয়োজিত, হিংসা না থাকুক মোর ঠাঁই॥

পাইয়া দুর্ল্লভ জন্ম, করিলাম কিবা কর্ম্ম, বদ্ধ হ'য়ে মায়ার শৃঙ্খলে। অর্থ লোভে হ'য়ে মত্ত, পাসরি পরম তত্ত্ব, পরমার্থ হারাইনু হেলে॥ আমি পাপী অতিশয়, তুমি নাথ দয়াময়, পতিত পাবন (নাথ গোস্বামী বিজয়)। আমি দীন এ সংসারে, নাহি যোগ্য হইবারে, তব দাস, দাসের কিঙ্কর। তবে যে তোমায় ডাকি, বুঝিতে কি তব বাকি, যমে ফাঁকি দিতে এ চাতুরী। দিয়ে বড় পরিচয়, যথা শঠ পার হয়, নাবিকেরে নাহি দেয় কড়ি॥ তুমি সর্ব্ব সারাৎসার, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডাধার, গলে ফটিক তুলসী। বিশ্বহার ত্রিলোচন, দেব দেব বিজয় নাথ, পরণে কৌপিন বহির্ব্বাস গৈরিক বসন। তুলসী মন্দাকিনী জল, আর সুরভি চন্দন হতেছে, সতত যাঁর শরীরে লেপন॥ পূজা হয় দিয়া যাঁর, কুসুম তুলসী মান্দার, তোমার স্বরূপ যাহা, মূঢ় আমি কি বুঝিব তাহা, যোগীগণ ধ্যানে নাহি পায়। নাম মন্ত্র করি সার, ভবার্ণবে হতে পার, একমাত্র আছয়ে উপায়॥ হে বিজয় নাথ! পরম গুরু ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু, এ মিনতি করি তব চরণে। ঐ নাম বিস্মরণ, নাহি হই যেন কদাচন, সুখে দুঃখে জাগ্রতে নিদ্রিতে কিম্বা স্বপনে॥ ইতি

লিখিতং শ্রীআশুতোষ দাস।
নং ২৯ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
পোঃ আঃ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ।
সন ১৩২৩ সাল।

ভক্তি সিদ্ধান্ত ভাগবত।

"মাতা ঠাকুরাণী যোগমায়া দেবীর
অধম পুত্র আশুতোষ দাসের উক্তি॥"

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তুমি জননী না শিবে? এ ভব যন্ত্রণা মাতঃ কবে গো নাশিবে? সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ডে মালা পর গলে। পাষাণি! দুঃখেতে তোর হৃদয় কি গলে? অবিরত রত তুমি নররক্ত পানে। রণ-রঙ্গে নেচে নেচে ধরণী কাঁপাও। বারেক এ দীন সুতে ফিরিয়া না চাও! শব যুগ্ম কর্ণে মাগো বর্ণ তোর কালা। মা, মা, বলি ডাকি কত, হলি কিগো কালা? ত্রিতাপে তাপিত মোর প্রাণ মন দেহ। শীতলিতে শিবে মোর পদদ্বয় দেহ। তোমারে পুজিছে দেবি। শ্রীআশুতোষ দাস।

ভাগবত কোম্পানী।

নং ২৯ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সোণা রূপার অলঙ্কার নির্ম্মাতা, ঘড়ি চশমা ইত্যাদি বিক্রেতা।

সকল রকম ঘড়ি মেরামত হয়। লেট এসিষ্টেন্ট ক্লক ইন্‌স্পেক্টার বি, এন্, রেলওয়ে এবং জগৎবিখ্যাত কুকভাইজার আফিসে ২০ বৎসর যাবত সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়াছি।

শ্রীআশুতোষ দাস।

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা।

ভদ্রাশ্রমপদে রম্যে সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতে।
ত্রৈলোক্য বিশ্রুতে দেশে নানাক্রম সমাকুলে॥ (১)

নানাগুল্মসমাকীর্ণে নানাপুষ্পোপশোভিতে।
সরোভি বিবিধাকারৈ স্তোয়পূর্ণৈর্ম্মনোহরৈঃ॥ (২)

হংসকারণ্ডবাকীর্ণে শ্চক্রবাকোপসেবিতৈঃ।
পক্ষিভিবি বিধাকারৈর নির্নাদৈর্ম্মধুর স্বনৈঃ॥ (৩)

কহ্লারৈঃ শতপত্রৈশ্চ পদ্মৈশ্চ মধুরাকুলৈঃ।
সেব্যতে মুনিভির্নিত্যং ব্রাহ্মণৈশ্চ তপোধনৈঃ॥ (৪)

কৃষ্ণদ্বৈপায়ণস্তত্র সন্তিষ্ঠেৎ স মহামুনিঃ।
পরাশরসুতো ব্যাসো মহাভারতচন্দ্রমা॥ (৫)

অতি সুরম্য সিদ্ধ গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সুসেবিত, তথা বহুরূপ প্রশস্ত পর্ণশালী পাদপ গুল্মাদি বহুরূপ প্রসূন সমূহের প্রস্ফুটনে পরিশোভিত এবং বিবিধ মনোহর নির্ম্মল সরোবরের পূর্ণ জলে হংসকারণ্ডবাদি (হংস বিশেষঃ) এবং তীরে চক্রবাক্ ও পার্শ্বস্থিত তরুগণ পরে কতরূপ বিহঙ্গকুলের সুমধুর কণ্ঠরবে, তথা শ্বেতোৎপল, রক্তোৎপল, স্থলোৎপল দল সমূহের সৌরভে সর্ব্বক্ষণ সুখসেব্য হওয়ায়, শত শত মৌন বিশিষ্ট তাপসশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষিগণ হৃষ্টচিত্তে প্রবিষ্টানন্তর ইষ্টসাধনে নিবিষ্ট হইয়া যে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা সম্বর্দ্ধন করিতেন, সেই ত্রিলোক বিখ্যাত আশ্রম-শ্রেষ্ঠ ভদ্রাশ্রমে জীবগণের মোহান্ধকার নিবারক মহাভারতরূপ জ্যোৎস্নার চন্দ্রমা স্বরূপ পরাশর পুত্র মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ভগবান বেদব্যাস অবস্থিতি করিতেন। ১।২।৩।৪,৫॥

(তস্য পুত্রো মহাযোগী বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ। মায়য়াচ সগর্ব্ভেষু দ্বাদশাব্দং প্রতিষ্ঠতি। গর্ভস্থ পিতরং ব্যাসং সমাভাষ্য বচোঽব্রবীৎ ॥ ৬ ॥).

তাঁহার পুত্র বেদ শাস্ত্রাদি সর্ব্বার্থ পারদর্শী এবং মহাযোগী হইয়াও ভগবন্মায়া প্রভাবে দ্বাদশ বৎসর মাতৃ-গর্ব্ভে অবস্থিতি করতঃ ভ্রূণ অভ্যন্তর হইতে পিতা ব্যাসক্ষে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ॥ ৬ ॥

(শুক উবাচ—চতুরশীতি সহস্রেষু যদ্দুঃখং নরকেষুচ।
তদ্দুঃখমেক গর্ব্ভেষু ভুক্তং লক্ষগুণং ময়া ॥ ৭ ॥)

শুকদেব কহিতেছেন। চতুরশীতি সহস্র সংখ্যক নরককুণ্ডে যে পরিমেয় ক্লেশ, তাহার লক্ষ গুণাতিরিক্ত ক্লেশ এক গর্ব্ভে আমা কর্ত্তৃক ভোগ হইল ॥ ৭ ॥

(কুম্ভীপাকময়ং ঘোরং নরকং নহি বিদ্যতে।
পতিতোঽহং পুরাতত্র গর্ভবাসে ততোঽধিকং ॥ ৮ ॥)

অপিচ কুম্ভীপাক নামে যে ভয়ানক নরককুণ্ড, তাহাতে পতিত হইয়া আমি পূর্ব্বে যতোধিক যন্ত্রণা প্রাপ্ত না হইয়াছি, ততোধিক যন্ত্রণা এক গর্ভবাসে মৎ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইল ॥ ৮ ॥

(যেন গর্ভাদ্বিনিঃসৃত্য তৎ করিষ্যামি যত্নতঃ।
গর্ভবাস পুনর্যেন নগচ্ছামি মহামুনে ॥ ৯ ॥)

অতএব হে মহামুনে। যে উপায়ে পুনশ্চ আর আমার গর্ভ-বাস না হয়, সেই নিঃসৃতোপায় অধুনা আমি যত্ন পূর্ব্বক সাধন করিব ॥ ৯ ॥

(যদি তাত মুহূর্ত্তৈকং বিষ্ণুমায়া ন সিধ্যতি।
তদাহং নিঃশরিষ্যামি নান্যথৈকং কদাচন ॥ ১০ ॥)

হে পিতঃ। যদিস্যাৎ এক মুহূর্ত্তকাল বিষ্ণুমায়া প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে আমি গর্ভ হইতে নিসঃরণ হই, তাহার অন্যথায় কখনই নিঃসারিত হইব না অর্থাৎ এবম্ভূত মহামায়া মোহে আমার জন্মে অভিরুচি নাই (১) ॥ ১০ ॥

মহাত্মা শুকদেবের এতাদৃক গর্ভাবস্থানে পিতার সহিত কথোপ-কথনে স্বেচ্ছাধীনে যে নিঃসরণ উক্তি, তাহা সাধারণ সম্বন্ধে সম্পুর্ণ অসঙ্গত সত্য, কিন্তু তৎসম্বন্ধে সঙ্গত ছিল, কারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে অর্থাৎ যোগবলে তিনি তত্তৎশক্তি লব্ধ হইয়া ছিলেন। যথা "নহি যোগাৎ পরং বলং"।

(তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্যাসঃ শোকাকুলোঽভবৎ।
ত্রৈলোক্যনাথো ভগবান্ যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ ॥ ১১ ॥)

শুকদেব মহাশয়ের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদব্যাস শোকে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, পরে ত্রিলোকনাথ ভগবান্ কেশব যথায় বিরাজমান, তথায় গমন করিলেন ॥ ১১ ॥

(বিষ্ণুমারাধ্য যত্নেন প্রার্থয়িত্বা শুভক্ষণং ।
ঈষত্তুষ্টো মুনি ব্যাসঃ পুনরেবাগতোগৃহং ॥ ১২ ॥

অনন্তর পরমারাধ্য পরম পুরুষ যে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে পরম প্রযত্ন সহকারে আরাধনা করিয়া শুভক্ষণ প্রার্থনা পুরঃসর তল্লাভে ঋষিবর সন্তোষিত হইয়া পুনরায় গৃহে আগমন করিলেন ॥ ১২ ॥

(তস্মিন্ শুভেক্ষণে ভূতে বিষ্ণুমায়া বিবর্জ্জিতঃ ।
গর্ভাদ্বিনিঃসৃতঃ শুকস্তৎক্ষণাদযাত্তমুদ্যতঃ ॥ ১৩ ॥)

অন্ততঃ সেই শুভলগ্ন হইলে পর বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওত শুকদেব মহাশয় মাতৃগর্ভ হইতে বিনির্গত হইয়াই তৎক্ষণাৎ গমনোদ্যত হইলেন ॥ ১৩ ॥

(বেদশাস্ত্রাগমাদীনি কাব্যানি বিবিধানি চ ।
শুকইব পঠেদ্ যস্মাৎ শুকনামা ভবেত্তদা ॥ ১৪ ॥)

(২) মহাত্মা ব্যাস পুত্র শুকদেবের সর্ব্ব শাস্ত্র শুক পক্ষীবৎ পঠন হেতুক যে শুক নাম কল্পনা তাহা নিতান্ত বিরুদ্ধ বিন্যাস নহে,

কারণ সে সামান্য শুক নহে অর্থাৎ তিনি সর্ব্বশাস্ত্র বেত্তা এবং বেদবক্তা ও সর্ব্বজ্ঞ, কেবল অভিসম্পাৎ হেতু তাহার পক্ষীর আকার মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। অপিচ কলির শেষে ভগবান্ কল্কি পরশুরাম বাক্যে ভগবান্ শঙ্কর হইতেই সেই শুককেই প্রাপ্ত হইয়া কলি নিগ্রহাদি করিবেন, ইহা কল্কিপুরাণে স্পষ্ট প্রকাশিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ দ্বিজবরগণের দৈবশক্তি অপরাপর পুরাণেও বিশেষরূপে দৃষ্ট হইতেছে; অর্থাৎ মার্কণ্ডেয় পুরাণে বিখ্যাত অরিষ্টনেমি নামক পক্ষীর পুত্র পক্ষীরাজ গরুড়াদির বংশ। যাহারা দৈব দানব ভয়দায়ক ভীষণ রাক্ষসাদির প্রাণ অনায়াসে ধ্বংস করিত, অপিচ ইহাও উক্ত পুরাণে প্রসিদ্ধি আছে যে মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য মহামুনি জৈমিনির ভারত শাস্ত্রে কোন সংশয় উপস্থিত হইলে তিনি তচ্ছেদনার্থ মুনিবর মার্কণ্ডের সন্নিধানে গমন করেন। তাহাতে তিনি তৎকালীন কোন ব্যাপারে ব্যাপৃত প্রযুক্ত স্বয়ং কথনে অশক্ত হইয়া বিন্ধ্যগিরি গহ্বরবাসী সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পক্ষী চতুষ্টয় (তাক্ষী নাম্নী পক্ষিণীর গর্ভে দ্রোণ হইতে ইহাদিগের জন্ম হয়, নাম পিঙ্গাক্ষ, অবরোধ, সুপত্র, সুমুখ) সন্নিকট গমনের আদেশ করেন। তখন ত্রিলোক গুরু ভগবান্ ভব নিকটস্থ পক্ষী বিশেষের যে এরূপ দর্শন এবং দ্বৈপায়ন পুত্রের তৎসহ যে এরূপ দৃষ্টান্ত তাহা কোন ক্রমে অসঙ্গত নহে।

নিখিল দেবশাস্ত্র, আগমশাস্ত্র এবং কাব্য শাস্ত্রাদি প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র শুক পক্ষীর ন্যায় পাঠ হেতু শুক নাম হইল (২) ॥ ৪ ॥

(ততঃ সংগৃহ্য চরণৌ পিতুর্ব্বচনমব্রবীৎ ।
রাগদ্বেষৌ পরিত্যজ্য শ্রূয়তাং তাত ! মে বচঃ ॥ ১৫ ॥)

পশ্চাৎ অলৌকিক জন্মা মহাত্মা শুকদেব স্বীয় পিতা মহর্ষি বেদব্যাসের চরণ যুগল ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন হে পিতঃ! রাগ-দ্বেষাদি অর্থাৎ মৎ প্রতি পুত্রত্বভাবে অনুরাগ এবং তাহার ব্যতিক্রমে বৈষম্য ভাব ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ১৫ ॥

সংসারে বিবিধের্ভেদৈর্ময়া দৃষ্টঃ সহস্রশঃ ।
মাতরঃ পিতরশ্চৈব বান্ধবাশ্চাপ্যনেকশঃ ॥ ১৬ ॥

এই সংসারে অনেকানেক জনক জননী এবং কতশত বন্ধুবান্ধবেও সহস্র প্রকার ভেদ মৎ কর্তৃক দৃষ্ট হইল ॥ ১৬ ॥

আগতোহহং গতশ্চৈব তির্য্যগ্‌যোনিমনেকধা ।
ভ্রাম্যমানশ্চ তত্রাহং জলজন্তুর্ঘটে যথা ॥ ১৭ ॥)

যেমন ঘটস্থিত জলজন্তু ঘটমধ্যে বহুকাল ভ্রমণ করিয়া কষ্টে ঊর্দ্ধগত হয়, তদ্রূপ আমি অনেক প্রকার তির্য্যগযোনি অর্থাৎ পশু-পক্ষ্যাদি পাপ যোনি প্রাপ্ত হইয়া তত্তৎ যোনি ভ্রমণ করতঃ অধুনা পুণ্য যোনিতে আগত হইয়াছি ॥ ১৭ ॥

(প্রাপ্তোঽথ মানুষং লোকং কর্ম্মভূমিষুদুর্লভং ।
স্বর্গ-সোপানমেকন্তু বেদশাস্ত্রৈরধিষ্ঠিতং ॥ ১৮ ॥)
(পূর্ব্বমাসমহং স্বর্গে অপ্সরোগণ সেবিতঃ ।
নক্ষত্রৈস্তারকৈশ্চৈব দীপ্যমানশ্চরশ্মিভিঃ ॥ ১৯ ॥ *)

বেদ শাস্ত্রাদি দ্বারা নির্ণীত এক স্বর্গের সোপানরূপ যে দুর্লভ মানুব জন্ম, তাহা এই কর্ম্মক্ষেত্রে আমি লাভ করতঃ অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেবিত ও নক্ষত্র (অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি) তারাগণ (ক্ষুদ্র নক্ষত্রাদি) এবং দীপ্তিবিশিষ্ট যে শশীসূর্য্য কিরণ, তদ্দারা শোভিত হইয়া পূর্ব্বে স্বর্গেতে অবস্থিত ছিলাম ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

(অপ্সরোভির্ব্বৃতশ্চাহং গন্ধর্ব্বগণসেবিতঃ ।
তত্রভোগং ময়াভুক্তং মনসা যদভীপ্সিতং ॥ ২০ ॥)

তৎকালে আমি অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া সেই সুখকর স্বর্গে মনোভিলষিত ভোগ সকল ভোগ করিলাম ॥ ২০ ॥

(ভ্রষ্টোঽহঞ্চ ততঃ স্বর্গাদ্ভুক্তে জাত তপঃ ক্ষয়ে ।
পুনঃ কীট পতঙ্গেষু তির্য্যগ্‌যোনি গতেষু চ ॥ ২১ ॥)

পরে তৎকারণরূপ যে আমার সুকৃতি, তাহা ভোগ সহকারে কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, আমি স্বর্গ হইতে পরিচ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার কীট পতঙ্গ বিহঙ্গাদি যোনি প্রাপ্ত হইলাম ॥ ২১ ॥

(সিংহব্যাঘ্রবরাহেষু মার্জারমহিষেষু চ।
গোঘশ্বাশ্বপরানেযুবিবিধেষপি দেহিষু ॥ ২২ ॥)

তৎপরে সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, বিড়াল, অশ্ব, গো, মহিষ এবং অন্য অন্য বিবিধ দেহে দেহীভাবে রুদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিলাম ॥ ২২ ॥

(নরকেষু চ ঘোরেষু পচ্যমানোঽপ্যহং পুরা।
ছিন্নোঽহং বিবিধৈঃ শস্ত্রৈর্যমদূতৈর্মহাবলৈঃ ॥ ২৩ ॥)

আমি পূর্ব্বকালে ভয়ঙ্কর নরককুণ্ডে পতিত ও জর্জ্জরিভূত হইয়া মহাবলশালী যমদূতগণ কর্ত্তৃক বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রাদির দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইলাম ॥ ২৩ ॥

(ঘোরসংসারভীতোঽহং রোগশোকৈঃ প্রপীড়িতঃ।
জন্মমৃত্যুময় ক্লেশং যমদ্বারে নিরন্তরং ॥ ২৪ ॥)

প্রত্যুত আমি এই ভয়াবহ সংসারে ভীত হইয়া রোগ শোকাদি দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া যমদ্বারে নিরন্তর জন্মমৃত্যুরূপ যে ক্লেশ তাহা পাইতেছি ॥ ২৪ ॥

(কিমনেন করিষ্যামি জরামরণভীরুণা।
অজরেণ শরীরেণ মৃত্যু পূর্ব্বানুবর্ত্তিনা ॥ ২৫ ॥)

অতএব জরা ও মরণ ভয়ভীত এই ভাবী ধ্বংশ বিশিষ্ট অনিত্য দেহদ্বারা আমি কি করিব। অর্থাৎ অনিত্য অনুষ্ঠানে আর আমার অভিরুচি নাই॥ ২৫ ॥

(ময়া সর্ব্বমিদং দৃষ্টং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং।
স্বর্গাদ্‌ভ্রষ্টে তু সংসারে সংসারান্নরকেঽপিচ ॥ ২৬ ॥)

এই চরাচর ত্রিলোক্য মধ্যে প্রায় যাবতীয় জীব আমা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইল, তাহারা সকলেই স্ব স্ব কর্ম্ম বিপাকে স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া সংসারে ও সংসার হইতে নরকে গমন করিতেছে॥ ২৬ ॥

(বিধিনা রচিতে কূপে মোহদারুণসঙ্কুলে।
মায়াপাশসমাকীর্ণে সংসারগহনে বনে ॥ ২৭ ॥)

এই সংসাররূপ নিবিড় কাননে ঘোর মোহাচ্ছন্ন এবং মায়ারূপ রজ্জুদ্বারা বেষ্টিত যে কূপ তাহা বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

(বিষ্ণুনা যোজিতে যন্ত্রে ক্ষুৎপিপাসাসমাকুলে।
রোগশোকভয়ানর্থে গচ্ছন্তি পশবোঽব্যয়াঃ ॥ ২৮ ॥)

অপর আদি পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিয়োজিত যে যন্ত্ররূপ দেহ, তাহা ক্ষুধা তৃষ্ণাদিযুক্ত এবং রোগ শোক ভয়াদি অনিষ্টজনক অতএব এবম্ভূত বিনশ্বর যে সংসাররূপ, তাহাতে অবিনশ্বর জ্ঞান

বিশিষ্ট যে সকল পশু, তাহারাই গমন করে অর্থাৎ এবম্বিধ দোষ সংশ্লিষ্ট সংসারে অজ্ঞ পশুভাবাপন্ন ব্যক্তিগণেই রমণ করে, বিবেকী জ্ঞানীগণে নহে ॥ ২৮ ॥

(যে পুনস্তাত ! তত্ত্বজ্ঞাঃ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ।
সংসাররৌরবং ঘোরং দূরতো বর্জ্জয়ন্তিতে ॥ ২৯ ॥)

পিতঃ ! যাঁহারা পরমাত্মজ্ঞান প্রভাবে তত্তৎ তত্ত্ব অবগত হয়েন, তাঁহারাই সুপণ্ডিত এবং সর্ব্বপ্রাণী সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হেতু সমদর্শী যোগী তাঁহারা এই ভয়ানক সংসাররূপ যে রৌরব নরক তাহা দূরে পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ সাধুমণ্ডলী মধ্যে যদি ইহা সাধারণের পরিহার্য্য হইল, তখন আর তাহা মৎপরিহার জন্য শোক করা আপনার উচিত হয় না ॥ ২৯ ॥

আভাস ।

শুকদেব মহাশয়ের সংসার নিরাকৃতি এতদ নির্ম্মায় বচন শ্রবণ করিয়া, বেদব্যাস মহাশয় তৎনিবৃত্ত্যোপায়ভূত বাক্যে তাঁহাকে নিবদ্ধ করিতেছেন ।

ব্যাস উবাচ ।

(যৎ কিঞ্চিন্মন্যসে পুত্র ! তৎসর্ব্বং নিষ্ঠুরং বচঃ ।
যদাধর্ম্মবিনির্ম্মুক্তং ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্রূহঃ পরং ॥ ৩০ ॥

বেদব্যাস বলিলেন হে পুত্র! সংসারত্যাগ সংকল্পে যে সকল বাক্য তুমি ইষ্ট জ্ঞানে কহিতেছ তৎ সমস্ত নিতান্ত নির্দ্দয়, কারণ ধর্ম্ম কর্ত্তৃক কথিত ধর্ম্ম অধর্ম্ম মধ্যে যাহা ধর্ম্ম (পিতৃ মাতৃ পরিসেবন) তাহা তোমার ব্যর্থ বোধে অতিক্রম করা উপযুক্ত নহে॥ ৩০ ॥

(দুঃখিতা পুত্র! তে মাতা দুঃখিতোঽহং পিতা তব।
অধর্ম্মোয়ং মহাঘোরঃ কুতস্তে ধর্ম্মসাধনং॥ ৩১ ॥)

অপিচ হে পুত্র! যাহার গর্ব্ভে তুমি দ্বাদশ বৎসর অবস্থিত ছিলে, তোমার সেই গর্ভধারিণী জননী যদি অতীব দুঃখিতা হইল এবং আমি যে তোমার জনক যদি আমাকেও দুঃসহ দুঃখিত করিলে, তখন এই ত তোমার মহত্তর জনক অধর্ম্ম, অতএব ধর্ম্ম সাধন কোথায়? ॥ ৩১ ॥

ভগবান বেদব্যাসের এই বাক্য শ্রবণে শুকদেব মহাশয় গল্পচ্ছলে পূর্ব্ব জন্মগত বৃত্তান্ত কহিতেছেন।

শুক উবাচ।

(কথাং মে শ্রূয়তাং তাত! যদ্দৃষ্টং পূর্ব্ব জন্মনি।
অস্তি দেশে মহারণ্যে নগরো বীজপুরকঃ॥ ৩২ ॥)

শুকদেব কহিলেন হে তাত! পূর্ব্ব জন্মে যাহা-মৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে তাহা শ্রবণ করুন, মহারণ্যদেশে বীজপুরক নামে এক নগর আছে ॥ ৩২ ॥

(তস্য পশ্চিম দিগ্ভাগে নদীচন্দ্রাবতী শুভা ।
তন্নদীপশ্চিমে তীরে কাননং চন্দ্রশেখরং ॥ ৩৩ ॥)

তাহার পশ্চিম পার্শ্বে অতি মনোরমা চন্দ্রাবতী নাম্নী স্রোতস্বতী বহমানা আছে এবং সেই স্রোতস্বতীর পশ্চিমভাগে চন্দ্রশেখর নামে কোন কানন আছে ॥ ৩৩ ॥

(ব্যাধোঽহং তত্র গচ্ছামি মৃগান্বেষী দ্বিজোত্তম !
মৃগং হত্বা মৃগং নীত্বা বিক্রীণামীহ জীবিতং ॥ ৩৪ ॥)

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই কাননমধ্যে আমি মৃগলুব্ধ ব্যাধ হইয়া মৃগান্বেষণার্থ ভ্রমন করি এবং মৃগাদি দৃষ্ট হইলে হনন পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বিক্রয়াদি দ্বারা যাহা কিছু প্রাপ্ত হই, তদ্দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি ॥ ৩৪ ॥

(পুনস্তত্রৈব গচ্ছামি নিত্যং তাত ! নসংশয়ঃ ।
বিচরামি বনং সর্ব্বং চাপহস্তঃ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৩৫ ॥)

হে পিতঃ! এইরূপে ঐ অরণ্য মধ্যে আমি প্রতিদিন গমন করতঃ ধনুর্ব্বাণ ধারণ পুরঃসর নিঃসংশয়ে প্রায় সমস্ত বনই ক্রমে ক্রমে পরিভ্রমণ করি ॥ ৩৫ ॥

(বটবৃক্ষাশ্রমেঽরণ্যে দৃষ্টশ্চ পুরুষোময়া।
আচার্য্য ব্রাহ্মণঃ শিষ্যং পাঠয়েৎ পুস্তকান্তরং ॥ ৩৬ ॥)

একদা দৈবযোগে উক্ত অটবীস্থ কোন রমণীয় বটবৃক্ষাশ্রমে একজন আচার্য্য ব্রাহ্মণকে আমি দর্শন করিলাম, তিনি নিজ প্রিয়তর শিষ্যকে সমগ্র শাস্ত্রাদির সারভূত যে আত্মতত্ত্ব তাহা উপদেশ দিতেছিলেন ॥ ৩৬ ॥

(দৃষ্ট্বা শ্রদ্ধান্বিতোভূত্বা সানন্দহর্ষপূরিতঃ।
শ্রুতঞ্চ সর্ব্বতত্ত্বার্থং নির্গতো বিটপান্তরে ॥ ৩৭ ॥)

ইহা মৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, আমি শ্রদ্ধাযুক্ত এবং আনন্দানুভবে হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া শাখাপল্লবাদির অন্তরালে প্রবিষ্ট হইলাম, এবং সেই অভিজ্ঞ আচার্য্য কথিত সমস্ত সারতত্ত্বার্থ অর্থাৎ আত্মস্বরূপ যে সূক্ষ্ম ব্রহ্মভাব তাহা শ্রবণ করিলাম ॥ ৩৭ ॥

(পাপপুণ্যবিচারস্য মায়ামোহস্যকারণং।
বন্ধমোক্ষপ্রভেদঞ্চ তত্র সর্ব্বং শ্রুতং ময়া ॥ ৩৮ ॥)

অপর পাপ (পর পীড়ন, পরস্ত্রী গমন ও বিধিনিষেধাদি অতিক্রমণ) পুণ্য (পরোপকার বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র মান্য করণ ও তদনুগমন) উৎপত্তি বিচার এবং মায়া মোহের কারণ নির্ণয় বন্ধ

["আমি আমার" ইত্যাকার দেহ অহং বুদ্ধি]

মোক্ষ স্থূল সূক্ষ্ম দেহাদি ও গুণ কর্ম্মাদি অভাবে যে অনির্ব্বাচ্য ভাব স্বতঃ প্রদীপ্ত ইত্যাকার পৃথক্ ভেদাদি সমস্ত তথায় আমা কর্ত্তৃক শ্রুত হইল ॥ ৩৮ ॥

আভাষ।

এইরূপ শুকদেব মহাশয় পূর্ব্ব জন্মে অপূর্ব্ব প্রারব্ধ বশতঃ উক্ত কাননে মহাত্মা আচার্য্য কর্ত্তৃক পরম গুহ্য পরমাত্মসার যে পরমহংস ধর্ম্ম তাহা প্রচ্ছন্নভাবে প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ড বিবেক বলে ত্রিলোক তৃণজ্ঞান করতঃ যেরূপে প্রব্রজ্যায় প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং যে পুণ্য প্রভাবে ঋষিগণাগ্রগণ্য মহর্ষি বেদব্যাসের পুত্রত্ব লাভ করিয়া জগন্মান্য জগদীশ শুকদেব পদ লব্ধ হইয়াছিলেন তাঁহাই সংক্ষেপ কহিতেছেন।

(নষ্ট পাপচয়ঃ সর্ব্বস্তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।
তৎক্ষণাৎ কার্ম্মুকং ত্যক্ত্বা সাষ্টাঙ্গ পতিতো ভুবি ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর উক্ত জ্ঞান আমার বিশেষরূপে উপলব্ধি হইলে, যেমন সূর্য্যোদয়ে তমোরাশি বিনষ্ট হয়, তাহার ন্যায় আমার সমস্ত পাপপুঞ্জ প্রনষ্ট হইল এবং আমি তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া ধনুর্ব্বাণাদি

দূরে পরিত্যাগ করতঃ গুরুচরণ সন্নিধানে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলাম ॥ ৩৯ ॥

আভাস।

সেই বিজন বন মধ্যে গুরুদেব মহাশয়ের তদবস্থ সন্দর্শনে অভিজ্ঞ আচার্য্য অকস্মাৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার অদৃষ্টকে বহু করিয়া মানিলেন এবং নীচ জন্মগত দোষেও তাঁহার অদ্ভুত বৈরাগে বশীকৃত হওত যে, প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই কহিতেছেন।

(আশীর্ব্বাদ প্রসাদশ্চ প্রাপ্তঃ শ্রীগুরু প্রসাদতঃ।
পুত্রদারাদিকং গেহং ব্যাধত্বং ত্যজিতং ময়া ॥ ৪০ ॥)

তৎপরে গুরুদেবের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ তাঁহার প্রসন্নতারূপ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রী পুত্র গৃহাদিসহ ব্যাধ ধর্ম্ম আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল ॥ ৪০ ॥

(ভিক্ষাশীল ময়া ভূত্বা গুরোরাজ্ঞানুপালিতা।
তেন সৎকর্ম্মণা তাত! বিমুক্তোহহং ভবার্ণবাৎ ॥ ৪১ ॥)

অনন্তর আমি দেহ নির্ব্বাহমাত্রোপযোগী ভিক্ষা ভোগী হইয়া গুরুদেবের আজ্ঞা পালন করিলাম, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুভবরূপে যে অব্যয় যোগ তাহাতে অভিনিবেশ করিলাম। হে পিতঃ! সেই সৎকর্ম্ম দ্বারা আমি এই সংসার সাগরে নিষ্কৃতি পাইলাম ॥ ৪১ ॥

(তেন পুণ্য প্রভাবেন দ্বিজত্বং বিদ্যয়াসহ।
ব্রহ্মজ্ঞানং ময়া লব্ধং কিং করোমি মহামুনে॥ ৪২॥

অপিচ সেই অব্যয় সাধনারূপ পুণ্য প্রভাবে বিদ্যার সহিত এই দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব আমার লাভ হইল অতএব হে মহামুনে! ইহাই আমি কি করিব অর্থাৎ মিথ্যা সকল যদি আমার মিথ্যাই উপলব্ধি হইল এবং সত্য যাহা তাহাতেই যদি আমি সর্ব্বক্ষণ সংলগ্ন রহিলাম তখন আর আমার বিধি নিষেধ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শঙ্কা কি॥ ৪২॥

আভাস।

এই সত্যবৎ অনিত্য সংসারে জীবগণের যতদূর দুর্লভ তাহা দর্শাইতেছেন।

(দুর্লভং মানুষং জন্ম কুলে জন্ম সুদুর্লভং।
দুর্লভং জ্ঞানরত্নঞ্চ ঘোরে চাত্র মহার্ণবে॥ ৪৩॥)

এই মহার্ণবরূপ ভয়ঙ্কর দুস্তর সংসারে মানব জন্ম অতি দুর্লভ, তাহাতে যে মনুষ্যকুলে (দ্বিজকুলে) জন্ম তাহা অতিশয় দুর্লভ এবং তদুপরি আবার যে জ্ঞানরূপ মহারত্ন লাভ, তাহা কি পর্য্যন্ত সুদুর্লভ তাহা বক্তব্য নহে॥ ৪৩॥

(তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা শুকস্য চ মহামুনিঃ।
অশ্রুপূর্ণেক্ষণো দুঃখী আসনাৎ পতিতো ভুবি ॥ ৪৪ ॥

মহামুনি বেদব্যাস শুকদেব মহাশয়ের ইত্যাকার বচন শ্রবণ করিয়া বাষ্পপূরিত নেত্রে দুঃখিত হইয়া আসন হইতে অবনীতলে পতিত হইলেন ॥ ৪৪ ॥

(পরাশরসুতো ব্যাসো বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ।
বিষ্ণুমায়াং সমাশ্রিত্য পুত্রশোকেন মূর্চ্ছিতঃ ॥ ৪৫ ॥)

বেদশাস্ত্রাদি পারদর্শী এবং তাহার যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ পরাশর-পুত্র ভগবান্ বেদব্যাস, বিষ্ণু মায়াকে আশ্রয় করিয়া পুত্র শোকেতে মূর্চ্ছিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥

আভাস।

ক্ষণকাল পরে বেদব্যাস মহাশয় সংজ্ঞা লাভ করিয়া সস্নেহ বাক্যে সন্তানকে সান্ত্বনাচ্ছলে স্বকীয় অধৈর্য্য দর্শাইতেছেন।

ব্যাস উবাচ।

(কথং পুত্র! পরিত্যজ্য মাতরং পিতরঞ্চ মাং।
পন্থানং গন্তকামোঽসি ন ধার্য্যং জীবিতং ময়া ॥ ৪৬ ॥)

বেদব্যাস কহিতেছেন। হে প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র! মাতা পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কি প্রকারে পথে পথে প্রবাসে প্রবত্ত হইতেছ, তদ্দর্শনে যে আমার জীবন ধারণ হয় না॥ ৪৬॥

(যদি গচ্ছসি মাং পুত্র! ত্বমমুচ্য তপোবনং।
প্রাণত্যাগং করিষ্যামি নাস্তিমে জীবিতে ফলং॥ ৪৭॥)

হে পুত্র! যদি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে গমন কর তাহা হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব আর আমার জীবনেই বা ফল কি?

আভাস।

শুকদেব মহাশয় স্বকীয় পিতা বেদব্যাস মহাশয়ের কাতরোক্তি শ্রবণে এবং অধৈর্য্যতা সন্দর্শনে, নিখিল উপাধির অসত্যতা ও নশ্বরতা দর্শাইয়া স্বাভিলাষ অভিযোগ করিতেছেন।

শুক উবাচ।

(পিতৃ মাতৃ সহস্রাণি পুত্রদারা শতানি চ।
জন্ম জন্ম মনুষ্যাণাং কস্য বা কুত্র বান্ধবাঃ॥ ৪৮॥

শুকদেব কহিলেন। মাতা পিতা স্ত্রী পুত্রাদি সম্বন্ধ যদি মনুষ্যগণের সহস্র সহস্র শত শত অভিনবরূপে প্রতি জন্মে সংঘটিত হইল, তখন আর কে কাহার বন্ধু বান্ধব অর্থাৎ যথার্থ দর্শনে দর্শন করিলে কেহ কাহার কেহই নহে॥ ৪৮॥

অহং জাতস্ত্বয়া জাতোময়া জাতস্ত্বমেবহি।
সুতৈশ্চ পিতরোজাতা মোহমায়াবিমোহিতাঃ ॥ ৪৯ ॥)

অধুনা আমি তোমা হইতে জন্মিয়াছি এবং তুমিও পূর্ব্বে কোন কালে আমা হইতে জন্মিয়াছ, এইরূপ পুত্রগণ হইতে পিতৃগণের জন্ম, এবং পিতৃগণ হইতে যে পুত্রগণের জন্ম, তাহা শুদ্ধ মোহ মায়া বিমুগ্ধতা ধর্ম্মেই হয় ॥ ৪৯ ॥

আভাস।

অধুনা মহর্ষি রাজর্ষ্যাদির নাম সংক্ষেপে পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করতঃ কালধর্ম্ম দর্শাইতেছেন।

(পরাশরো মহাতেজা তপোরাশিঃ পিতাতব।
সোহপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তঃ কাবার্ত্তা মদ্বিধেষু চ ॥ ৫০ ॥)

তোমার পিতা ভগবান্ পরাশর যিনি মহাতেজস্বী এবং তপস্বী, তিনিও মরণের বশবর্ত্তী অর্থাৎ যখন তাঁহারও কায়, কালে কালের গ্রাস হইল তখন আর মৎসদৃশ ব্যক্তির কথা কি ? ॥ ৫০ ॥

(অগস্ত ঋষ্যশৃঙ্গশ্চ ভৃগুরঙ্গিরসস্তথা।
তেহপি মৃত্যুবশংপ্রাপ্তা অনিত্যেকাগতির্ম্মম ॥ ৫১ ॥)

অগস্ত্য, ঋষ্যশৃঙ্গ, ভৃগু, এবং অঙ্গিরস প্রভৃতি মহর্ষিগণ যখন মৃত্যুর বশতাপন্ন হইয়াছেন, তখন আর আমার এই অনিত্য শরীরের গতির কথা কি ? ॥ ৫১ ॥

(মার্কণ্ডেয়ো ভরদ্বাজো বাল্মিকির্মুনিপুঙ্গবঃ ।
তেঽপি মৃত্যু বশং প্রাপ্তা অনিত্যেকাগতির্মম ॥ ৫২ ॥)

মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ এবং বাল্মীকি প্রভৃতি মুনিবরগণ যখন মৃত্যুর বশম্বদ হইয়াছেন, তখন আর আমার এই অনিত্য শরীরের গতির কথা কি ? ॥ ৫২ ॥

(মাণ্ডব্যোগালবশ্চৈব শাণ্ডিল্যোমুনিরেবচ।
তেঽপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তা অনিত্যেকাগতির্মম ॥ ৫৩ ॥)

মাণ্ডব্য, গালব, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি মুনিগণ যখন কালধর্ম্মের বশীভূত হইয়াছেন, তখন আর আমার এই অনিত্য শরীরের গতির কথা কি ? ॥ ৫৩ ॥

(দুর্ব্বাসা, কশ্যপশ্চৈব গোপাল্যোগোলকস্তথা ।
তেঽপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তা অনিত্যেকাগতির্মম ॥ ৫৪ ॥)

দুর্ব্বাসা, কশ্যপ, গোপাল এবং গোলক প্রভৃতি মুনিগণ যখন মরণের বশতাপন্ন হইয়াছেন, তখন আর আমার এই অনিত্য শরীরের গতির কথা কি ? ॥ ৫৪ ॥

যমশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ যমদগ্নিস্তথৈবচ ।
এতেচান্যেচ ঋষয়ঃ সর্ব্বে মৃত্যুপথংগতাঃ॥ ৫৫ ॥)

যম, যাজ্ঞবল্ক্য এবং যমদগ্নি ও অন্য অন্য ঋষিগণ তাঁহারা সকলেই মৃত্যুর পথকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৫ ॥

(অধঃশিরা ঊর্দ্ধপাদো বায়ুভক্ষোঽম্বুভোজিনঃ।
তেঽপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তা অনিত্যোকাগতির্মম ॥ ৫৬ ॥)

অধমাঙ্গ, ঊর্দ্ধ এবং উত্তমাঙ্গ অধঃ এইরূপ লম্বমান তীব্র ব্রতীগণ ও বারি আহারিগণ এবং বায়ু ভোক্তাগণ, তাঁহারা সকলেই যখন মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়াছেন, তখন আর আমার এই অনিত্য শরীরের গতির কথা কি ? ॥ ৫৬ ॥

(রাজা বেনুধকুমারো ধর্ম্মপুত্র পুরূরবাঃ।
রঘুর্দশরথশ্চৈব ভতস্তৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৫৭ ॥)

বেনুধকুমার রাজা, ধর্ম্ম পুত্র পুরূরবা রাজা এবং সূর্য্যবংশীয় রঘুরাজ, দশরথ রাজা তথা মহারাজা—রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণাদি তাঁহারাও সকলেই মৃত্যুর পথকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

(নহুষশ্চ দিলীপশ্চ নানা নৃপা বিচক্ষণাঃ।
কৌরবাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব সর্ব্বে মৃত্যুপথংগতাঃ ॥ ৫৮ ॥)

এইরূপ সূর্য্যবংশীয় দিলীপাদি ও চন্দ্রবংশীয় নহুষাদি প্রভৃতি অনেকানেক বিজ্ঞ বিচক্ষণ ভূপালগণ তথা কুরুকুলোদ্ভব

রাজা দুর্য্যোধনাদি ও পাণ্ডুরাজপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরাদি তাঁহারা সকলেই মৃত্যুর পথকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

(অন্ধকো, মহিষশ্চৈব কংশো বাণাসুরাস্তথা।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব প্রহ্লাদশ্চ তথৈবচ ॥ ৫৯ ॥)

অন্ধক, মহিষ, কংশ এবং বাণাদি অসুরগণ তথা হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদাদি দৈত্যগণ তাঁহারা সকলেই মৃত্যুর পথকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

(পুরন্দরঃ পুরশ্চৈব সর্ব্বে মৃত্যু পথং গতাঃ।
ইন্দ্রশ্চ বরুণশ্চৈব কুবেরশ্চ তথৈবচ ॥ ৬০ ॥)

পুরন্দর, পুর, ইন্দ্র, বরুণ এবং কুবেরাদি সকলেই মৃত্যুর পথকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬০ ॥

(যক্ষাশ্চৈবাথ গন্ধর্ব্বাঃ সর্ব্বে তে যমকিঙ্করাঃ।
দৈত্যাশ্চ দানবাশ্চৈব সর্ব্বে মৃত্যুপথং গতাঃ ॥ ৬১ ॥)

যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, দৈত্যগণ এবং দানবগণ ইহারা সকলেই যম কিঙ্কর অর্থাৎ মৃত্যুর অধীন রহিয়াছেন ॥ ৬১ ॥

(সুগ্রীবশ্চ মহাতেজাস্তথা বালির্মহাবলঃ।
মহাবলো মহাতেজা হনুমাংশ্চ তথৈবচ ॥ ৬২ ॥)

(নলশ্চ জাম্ববাংশ্চৈব সুষেনশ্চাঙ্গদস্তথা।
অপরা বানরাবীরাঃ সর্ব্বে মৃত্যুপথং গতাঃ ॥ ৬৩ ॥)

মহাবল পরাক্রান্ত বানররাজ বালি এবং মহাতেজা সুগ্রীব, তথা মহাবলী মহাতেজা হনুমান ও নল, জাম্ববান, সুষেন, অঙ্গদা'দ প্রভৃতি মহা মহা বীর বানরগণ, সকলেই মৃত্যুর পথকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

(ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বে লোকাশ্চরাচরাঃ।
ত্রৈলোক্যে তং ন পশ্যামি যোভবেদজরামরঃ ॥ ৬৪ ॥

এই চরাচরার অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা অবধি কীট পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীপুঞ্জ মধ্যে, একজনও এমত দৃষ্ট হয় না যে সে অজর এবং অমর ॥ ৬৪ ॥

আভাস।

সম্প্রতি গুরুদেব মহাশয় জন্ম মৃত্যুরূপ সংসার সাগর উত্তীর্ণ সংকল্পে যে নির্ম্মায় পৃথ্বীতে অবতীর্ণ হইয়া সত্যাশ্রমে দৃঢ় ব্রতা হইয়াছেন, তাহাই আশুতোষ দাস স্পষ্টরূপে কহিতেছেন।

(সত্যধর্ম্ম সমুৎপন্নঃ প্রস্থানে প্রস্থিতেঽধুনা।
সংসারার্ণবভীতোঽহং গন্তুকামো ন সংশয় ॥ ৬৫ ॥)

আমি সত্যধর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়া সংসার সাগরে খঞ্চিত প্রযুক্ত অধুনা নিঃসংশয় প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছি ॥ ৬৫ ॥

(এবং নিরাকৃতো ব্যাসঃ শুকেনৈব মহাত্মনা।
পুত্রশোকেন সন্তপ্তো গতঃ শীঘ্রং সুরালয়ং ॥ ৬৬ ॥)

মহাত্মা শুকদেবের এতাবৎ বাক্য শ্রবণে বেদব্যাস মহাশয় নিরস্ত হইয়া পুত্র বিচ্ছেদ শোকে কাতর এবং অস্থির হওত অতি শীঘ্র অমরাবতী নগরী যাত্রা করিলেন ॥ ৬৬ ॥

(সুরনাথং সমভ্যর্চ্চ্য রম্ভামাদায় তৎক্ষণাৎ।
আগতো ভগবান্ ব্যাসঃ পুত্রস্নেহান্নিজালয়ং ॥ ৬৭ ॥)

পরে সুররাজ ইন্দ্রের উপাসনা করতঃ তৎক্ষণাৎ রম্ভানাম্নী অপ্সরাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পুত্রস্নেহে ভগবান্ বেদব্যাস পুনর্ব্বার নিজালয়ে আগমন করিলেন ॥ ৬৭ ॥

আভাস।

সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বগুণসম্পন্ন সত্যবতী সুত ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ, সদ্যঃপ্রসূত অথচ দ্বাদশ বর্ষীয় স্বকীয় সন্তানের চিত্তবিকৃত করণের অন্য উপায় না দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী স্বর্গবধূ রম্ভাকে আনয়ন পূর্ব্বক তন্নিকটে প্রেরণ করিলেন, অর্থাৎ পুত্রকে কোনরূপে গার্হস্থ্যাশ্রমী করণাভিপ্রায়ে রসিকা রম্ভাকে আশু সুখজনক রসের

হাবভাব কটাক্ষে তাঁহার বিবেক ভ্রষ্ট করণে আদেশ করিয়া স্বয়ং গুপ্তগতি অবলম্বন পূর্ব্বক অনুগমন করিতে লাগিলেন, অনন্তর রম্ভা সমীপবর্ত্তীনী হইলে সূর্য্য সম তেজী, পূর্ণ বিবেকী ত্রৈলোক্যতৃণদর্শী ভগবান্ শুকদেব নিজ আনন্দে আবিষ্ট হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন।

শুক উবাচ।

সংসার ঘোরে সরুজে সদাকুলে শোকান্তরে দুঃখনিরন্তরান্তরে।
মোক্ষান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং॥ ৬৮॥
ততঃ সা শুকমাসাদ্য রম্ভা বচনমব্রবীৎ।

শুকদেব কহিতেছেন। সর্ব্বদা রোগাদি আকুলিত এবং দুঃখ শোকাদি অন্তর্ভূত এবম্ভূত যে ভয়ানক সংসার, তাহাতে জন্মিয়া যে পুরুষ মোক্ষের মধ্যগত উপাসনা না করিল অর্থাৎ আধ্যাত্ম যোগে নির্ম্মল ব্রহ্মে অবস্থিত না হইল, তাহার জীবন বৃথা অর্থাৎ সে পশু প্রায় তাহাকে ধিক॥ ৬৮॥

তদনন্তর ধর্ম্মাত্মা শুকদেব গোস্বামীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে রসবতী রম্ভা ভঙ্গীক্রমে কহিতেছেন।

রম্ভোবাচ।

(বসন্তমাসে কুসুমৌঘ সংকুলে বনান্তরে পুষ্পনিরন্তরান্তরে।
কামান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং॥৬৯

রম্ভা কহিতেছেন। বসন্তমাস সমাগমে নানাবিধ পাদপ সমূহ বিকশিত কুসুমরাজি বিরাজিত হইলে নিরন্তর সুগন্ধি পরিপূরিত কানন মধ্যে যে পুরুষ কামকাতরা কামিনীর কামনা পূর্ণ না করিল, তাহার জীবন বৃথা ॥ ৬৯ ॥

(উত্তুঙ্গপীনস্তনবর্ত্তুলান্তরং মুক্তাবলিশারবিভূষিতান্তরং।
স্তনান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং ॥৭০॥)

মুক্তাহার বিভূষিত পীবর পীনোন্নত স্তনযুগল যে পুরুষ সেবা না করিল সেই পুরুষের জীবন ধারণ করা বৃথা ॥ ৭০ ॥

আভাস।

সত্য ধর্ম্মাক্রান্ত পরম শান্ত শুকদেব গোস্বামী স্বর্গবেশ্যা রম্ভার এতাদৃক্ রসপূর্ণ বাক্ চাতুরী শ্রবণে মনে মনে তুচ্ছ জ্ঞানে হাস্য করতঃ স্বকীয় ভাব গভীরভাবে ব্যক্ত করিতেছেন।

শুক উবাচ।

(মায়াবিমোহস্মরকল্পকান্তরং নেত্রান্তরং ধ্যাননিমীলিতান্তরং।
যোগান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং ॥৭১॥)

শুকদেব কহিতেছেন। মায়া ও তৎকার্য্যরূপ বিমোহাদির যে অবান্তর কৌশল, সেই কৌশলে কল্পনাশূন্য মনে ধ্যানে মুদিত নয়নে যে পুরুষ এই পাঞ্চভৌতিক পুরমধ্যে অবস্থিতি করিয়া অনুষ্ঠান না করে; তাহার জীবন বৃথা ॥ ৭১ ॥

আভাস।

রম্ভা, সত্যনিষ্ঠ ভগবান্ শুকদেবের এতন্নিষ্ঠ বচন শ্রবণে নিজ ইষ্ট সাধনে পুনশ্চ চেষ্টা করিতেছেন।

রম্ভোবাচ।

(লোলীকৃতং কজ্জলরঞ্জিতান্তরং দীর্ঘং বিশালং নয়নান্তরান্তরং।
নেত্রান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং॥১২।)

রম্ভা কহিতেছেন। কজ্জলদ্বারা ঈষৎ রঞ্জিত এবং চঞ্চলযুক্ত ও বৃহৎ অথচ বিস্তীর্ণ এমন যে নয়নান্তর্গত ভঙ্গি অর্থাৎ নেত্রের বক্রগতি তাহা যে পুরুষ দর্শনে বিমোহিত না হইল তাহার জীবন বৃথা॥ ১২॥

আভাস।

সত্য ভারতস্থ ভগবান্ শুকদেব গোস্বামী ছলকারিণী রম্ভার এতচ্ছলনার্হ বাক্য শ্রবণে আত্ম অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন।

শুক উবাচ।

(পৈশুন্য হীনং বিজনেষু ভোজনং বৃক্ষে নিবাসং ফলমূলভক্ষণং।
তপোবনং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং॥১৪॥)

শুকদেব কহিতেছেন। পরনিন্দাদি খলতা বিহীন জনশূন্য স্থানে ভোজন ও বৃক্ষমূলরূপ গৃহবাস এবং বনফলমূলাদি ভক্ষণ

এতাদৃক সম্পত্তি সম্ভোগ সহযোগে যে পুরুষ তপোবনের পরিসেবা না করিল তাহার জীবন বৃথা ॥ ১৪ ॥

(ভীতে ক্ষুধার্ত্তে বিকলান্তরান্তরে রোগাভিভূতে সুখ দুঃখিতান্তরে।
দয়ান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং ॥ ১৫ ॥)

ভয়েতে, ক্ষুধাতে, পীড়িত প্রযুক্ত নিরন্তর বিহ্বল হইয়াছে অন্তর যাহার তাহারে, এবং রোগাদি দ্বারা কাতর হইয়াছে যে তাহারে, ও ক্ষণিক যে সুখ দুঃখাদি তদনন্তর বিশিষ্ট যে তাঁহারে, যে পুরুষ দয়া বিতরণ না করিল অর্থাৎ তত্তজ্জনের দুঃখাদি দূর না করিল তাহার জীবন বৃথা ॥ ১৫ ॥

আভাস।

শুকদেব মহাশয়ের ভাব ভ্রষ্ট করণে সমুৎসুকা হইয়া রঙ্গিনী রম্ভা রঙ্গরসে লজ্জাকে বিসর্জ্জন করিয়া, কথন অযোগ্য যে সমস্ত বাক্য তাহাই কহিতেছেন।

রম্ভোবাচ।

(লবঙ্গ-কর্পূর-সুবাসিতান্তরং তাম্বূলরক্তোষ্ঠ বিভূষিতান্তরং।
মুখান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং ॥১৬॥)

রম্ভা কহিতেছেন। লবঙ্গ কর্পূরাদি সদগন্ধযুক্ত তাম্বূল দ্বারা রক্তিমাবর্ণ অধর পল্লবে পরম প্রভাবিশিষ্ট হইয়াছে যে মুখচন্দ্র, সেই মুখচন্দ্রপীযূষ যে পুরুষ পান না করিল তাহার জীবন বৃথা ॥১৬॥

(গভীর নাভি ত্রিবলীকৃতান্তরং শ্রোণ্যন্তরং মেখল মণ্ডিতান্তরং। যোষান্তরং যঃ পুরুযো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নবস্য জীবনং ॥৭৭॥

ত্রিবলী সহযোগে শোভিত যে গভীর নাভি, এবং চন্দ্রহারাবলি সংযোগে বিভূষিত যে গুরু নিতম্ব এতদ্‌যুক্ত এমন যে যোষামুদ্রা, তাহা যে পুরুষ পুরুষার্থবোধে সম্ভোগ না করিল তাহার জীবন বৃথা ॥৭৭॥

আভাস।

পরাশর তনয়াত্মজ ভগবান্ শুকদেব গোস্বামী রম্ভার এতাদৃশ ব্যভিচার বাক্‌ভঙ্গি শ্রবণে বিরক্ত না হইয়া বরং মহত্বগুণে নিখিল বেদবেদান্তের সারভূত যে নিজ নিগূঢ়ভাব তাহাই ক্রমে ব্যক্ত করিতেছেন।

শুক উবাচ।

(ওঁকারমূলং পরমং পদান্তরং গায়ত্রীসাবিত্রীসুভাষিতান্তরং। বেদান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং ॥৭৮॥

ওঙ্কারই হইয়াছেন মূল অর্থাৎ আদিকারণ আর পরম যে তুরীয়ভাব তাহাও মোক্ষপদ, এবং গায়ত্রী সাবিত্রী সুন্দরকথিত মন্ত্রাধ্যবর্ত্তী এমন যে বেদান্তর্গত মর্ম্ম, তাহা যে পুরুষ পৌরুষজ্ঞানে গ্রহণ না করিল তাহার জীবন বৃথা ॥৭৮॥

(শব্দান্তরং মুক্তিনিরাকৃতান্তরং তত্ত্বান্তরং নীতি নিরন্তরান্তরম্। শাস্ত্রান্তরং যঃ পুরুষে ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্ ॥৭৯॥)

জ্ঞান বাক্যাদি মন্ত্রধাম ও মুক্তি নিশ্চয়ীকৃত এবং পরমার্থযুক্ত তথা নীতি নিরন্তর অন্তর্ভূত এমন যে অত্যুত্তম শাস্ত্র তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য পরিগ্রহ যে পুরুষ না করিল তাহার জীবন বৃথা ॥৭৯॥

আভাস।

মহামতি শুকদেব মহাশয়ের মহতীগতি সন্দর্শনে রূপ যৌবনমদ-গর্ব্বিতা রম্ভা গর্ব্ববাণী বিন্যাস পূর্ব্বক মহান্তগণের দৃষ্টান্ত সহযোগে আত্মপথের প্রাধান্য প্রদর্শন করাইতেছেন অর্থাৎ প্রকারান্তরে এই রূপ পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি জন্মাইতেছেন ॥

(যে চ ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ ॥
জ্যোতীরূপা মহাসিদ্ধা স্তৈস্তৈর্নার্য্যঃ সুসেবিতা ॥৮০॥

রম্ভা কহিতেছেন। ব্রহ্মাদি প্রভৃতি দেবগণ এবং শৌনকাদি প্রভৃতি মহর্ষিগণ যাঁহারা শতসূর্য্যসমপ্রভাবিশিষ্ট ও মহাসিদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে জীবন্মুক্ত তাঁহারাও অম্লান মনে মনোরমা মহিলাগণের মনোগত সেবা সম্পাদন করিয়াছেন ॥৮০॥

(স্ত্রী-মুদ্রাং মকরধ্বজস্য জয়িনঃ সর্ব্বার্থসম্পাদিনীং।
যে মোহাদবধীরয়ন্তি কুধীয়ো মিথ্যাফলান্বেষিণঃ।
তেতেনৈব নিহত্য নির্ভরতয়া লঘ্বীকৃতা মণ্ডিতাঃ।
কেচিৎ পঞ্চশিখিব্রতাশ্চ জটিলঃ কাপালিকাশ্চাপরে ॥৮১॥

ত্রিভূবন বিজয়ী কন্দর্পের সর্ব্বার্থ অনুকূলকারিণী যে কন্দর্প-কূপ, তাহার রসানুভব না করিয়া যাহারা অজ্ঞান জন্য অবজ্ঞা বা ঘৃণা করে, তাহারা মন্দবুদ্ধি অর্থাৎ নির্ব্বোধ ও মিথ্যা ফল অন্বেষণকারী, এবং সেই হেতু তাহারা সর্ব্বফলে বঞ্চিত হইয়া কুমতি আশ্রয় করতঃ ক্ষুদ্রভাবে প্রকাশ পায়, এইরূপ পঞ্চশিখি ব্রতীগণ (পঞ্চ অগ্নিকুণ্ড যথোচিত প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যস্থলে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়) জটাধারীগণ এবং কাপালিকগণ (তান্ত্রিকা-চারানুসারে নরকপাল লইয়া যাহাদিগের কর্ম্ম আচরিত হয়) ইহারা সকলেই সুখাবহবর্ত্ম বিনষ্ট করতঃ অসুখদ বর্ত্ম অনর্থক অবলম্বন করিয়া কুৎসিত ভূষায় বিভূষিত হইয়া থাকে ॥৮১॥

আভাষ।

পরমার্থদর্শী পরম ভাগবত শ্রীশ্রীশ্রী গোস্বামী শুকদেব মহার্শয় বক্তার এতাদৃশ বাক্য উত্তরোত্তর প্রাবল্যদৃষ্টে প্রকৃতবাক্যে ভর্ৎসনা করতঃ প্রতি বাক্যে পরাজয় করিতেছেন।

শুক উবাচ।

(এতান্ পশ্যসি নির্ম্মলান্ স্তনতিলকান্ মুক্তাবলিমণ্ডিতান্, নৈব পশ্যসি পূতিকব্রণমুখং দুর্গন্ধি দোষান্বিতম্। নানা মূত্র পুরীষ দোষ বহুলং বস্ত্রেণ সংবেষ্টিতম্, নারী নাম নরস্য মোহন পদং স্বর্গস্য মার্গার্গলং ॥৮২॥)

শুকদেব কহিতেছেন। এই সমস্ত ঘৃণ্যানিন্দার্হ পদার্থকে তুমি এত সুনির্ম্মল সুসুন্দর মুক্তালঙ্কারবিযুক্ত কেবল ইহাই দৃষ্টি করিতেছ, কিন্তু শমল ক্ষতদ্বারবিশিষ্ট দুর্গন্ধ দোষক্ষেত্র এবং বিবিধ মলমূত্রাদিলিপ্ত বহুদোষান্বিত বস্ত্রাচ্ছাদিত এমন যে মোহকারিণী নারী, যাহারা স্বর্গ পথের প্রতিরোধিনী খিলস্বরূপ হইয়াছে, তাহা কি তোমার দৃষ্টি সত্বেও দৃষ্টি হইতেছে না। ॥৮২॥

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসংকুলে স্বভাবদুর্গন্ধি বিনিন্দিতান্তরে। কলেবরে মূত্র পুরীষ ভাবিতে রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাং ॥৮৩॥

যাহা অস্পৃশ্য অপবিত্র দ্বারা পরিপূর্ণ, ও কৃমিকুল দ্বারা অভিব্যাপ্ত, এবং স্বাভাবিক দুর্গন্ধে নিতান্ত নিন্দিত, ও বিষ্ঠামূত্রাদি মিশ্রিত এবম্ভূত যে কলেবর তাহাতে মূর্খ অজ্ঞানিগণই আশক্ত হইয়া রমন করে, কিন্তু বিবেকী জ্ঞানীগণে কোন ক্রমেই নহে অর্থাৎ তাঁহারা তাহাতে সততই বিরত হয়েন ॥৮৩॥

আভাষ।

গুরুদেব পুনর্ব্বার বিশেষরূপে শরীরের দোষ দর্শাইয়া কহিতেছেন।

(ব্রণমুখমিব দেহং পূতিচর্ম্মাবনদ্ধং কৃমিকুলশত পূর্ণং মূত্রবিষ্ঠানুলেপং। বিগতবহুরূপং সর্ব্ব ভোগাদি বাসং ধ্রুবমরণনিমিত্তং কিন্তু মোহ প্রসক্ত্যা ॥৮৪॥)

এই নবদ্বার বিশিষ্ট যে দেহ ইহা ব্রণবৎ ক্ষতমুখাদি সংশ্লিষ্ট এবং দুর্গন্ধ চর্ম্মাক্লিষ্ট, ও শত শত কৃমিকুলে পরিপূরিত, আর মল-মূত্রাদি লেপিত, ও বাল্যাদি বহুরূপ জাত তথা শুভাশুভ সর্ব্ব ভোগাস্পদযুক্ত, এবম্ভুত এমন যে এই শরীর, ইহা অবিদ্যা প্রসঙ্গাধীন নিশ্চয় মরণের নিমিত্তই উৎপাদিত হইয়াছে ॥৮৪॥

আভাস।

নারীরূপ নরকে নিপতিত হইলে যে কি পর্য্যন্ত নিপীড়িত হয় তাহা শুকদেব মহাশয় স্বার্থপরা রম্ভাকে অবগত করতঃ অপ্রতিভ করিতেছেন।

শুক উবাচ।

ইদমেব ক্ষয়দ্বারং সপশ্যসি কদাচন।
ক্ষীয়ন্তে যত্র সর্ব্বাণি যৌবনানি ধনানিচ ॥৮৫

এই কামিনীরূপ কুহকে কামকেলি যে আত্মবিনাশের এক অদ্বিতীয় পথ, তাহা কি তোমার কুটিল নেত্রে ক্ষণকালের জন্য লক্ষ হয় না, যাহারা প্রবাহেতে যৌবন এবং ধনাদি সমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে ॥৮৫॥

শুকস্য বচনং শ্রুত্বা নিষ্ঠুরং চাতিনিস্পৃহং।
সাথ লজ্জাপরারম্ভা প্রযযৌ শক্রসন্নিধৌ ॥৮৬॥

অনন্তর মহামনাঃ শুকদেব মহাশয়ের এতৎ স্পৃহাশূন্য দুরূহ বাণী শ্রাবণে, সর্ব্ববল্লভা রম্ভা লজ্জাপরায়ণা হইয়া সুরনাথ সন্নিধানে প্রস্থান করিলেন ॥৮৬॥

রূপসী রম্ভা এইরূপে তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলে সত্যবতী সুত ভগবান্ বেদব্যাস পুত্র স্নেহাশক্ত চিত্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, পুনশ্চ প্রতিরোধ বাক্যে শুককে শান্তনা করিতেছেন ॥৮৭॥

ব্যাস উবাচ।

(বনবাসে মহাদ্দুঃখং ন গন্তব্যং দ্বিজোত্তম।
মশকে দংশ বহুলে কথং তত্র চরিষ্যসি ॥৮৮॥)

বেদব্যাস কহিতেছেন। হে বৎস! বনবাস অত্যর্থ কষ্ট জনক, অতএব তাহাতে গমন করা তোমার কোনরূপে উচিত হয় না, যে হেতুক যথায় মশক দংশকাদি এবং হিংস্র পশ্বাদি অজস্র ভ্রমণ করিতেছে, তথায় হে পুত্র! তুমি তথায় কিরূপে বিচরণ করিবে ॥৮৮॥

(ধর্ম্মোমাতা পিতাচৈব ধর্ম্মো খুক্ক মহামুনে।
ধর্ম্মো গৃহাশ্রমে বাসোনান্যোধর্ম্মো বিধীয়তে ॥৮৯॥)

হে মহামুনে! মাতাই ধর্ম্ম অর্থাৎ গর্ভধারিণী যিনি; তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপা, একারণ তাঁহার শুশ্রূষাদি ভক্তিসহকারে সাধন করাই ধর্ম্ম, এবং জন্মদাতা পিতা সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ, এজন্য

তাঁহার সেবা সপর্য্যাদি সর্ব্বতোভাবে সম্পাদন করাই ধর্ম্ম, ও বন্ধু বান্ধবাদির সম্যক্ প্রকারে উপকার করাই ধর্ম্ম, তথা সর্ব্বধর্ম্মান্তর্ভূত যে গৃহাশ্রম, তদাশ্রয়ে বাসই ধর্ম্ম, এই সমস্তই ধর্ম্ম। এতদ্ভিন্ন আর অন্য ধর্ম্ম সংসার ধর্ম্মে অবধারিত নাই ॥৮৯॥

আভাস।

অধুনা গুরুদেব নিজ অভিমত ধর্ম্মাদি রুচ্যর্থ আশুতোষকে কহিতেছেন।

যত্র প্রাণিবধো নাস্তি যত্র সত্যং বচোদয়া।
যত্রাত্মনি গৃহে দৃষ্টো ধর্ম্মোময়িং সরোচতে ॥৯০॥)

যে ধর্ম্মে প্রাণিহিংসা নাই এবং সত্য বাক্যাদি ব্যবহৃত হয়, ও দয়া থাকে, অপর যে ধর্ম্মে আত্মাকে গৃহে বসিয়া আত্মাতেই দৃষ্টি হয়, এমন যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই ধর্ম্ম, অতএব তাহাতেই আমার অভিরুচি হয় ॥৯০॥

(জপোধর্ম্ম স্তপোধর্ম্ম স্তথা দেবার্চ্চনাদিকম্।
অহিংসা"পরমো ধর্ম্ম এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥৯১॥

জপ (মন্ত্র বা দেবনামাদির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা স্মরণ) পরায়ণ হওয়াই ধর্ম্ম, এবং তপঃ (বিধিবৎ ঈশ্বরারাধনা) নিষ্ঠ হওয়াই ধর্ম্ম, তথা দেবার্চ্চনাদি (সাকারবিশিষ্ট দেবদেবীগণের বিবিধ উপচারে

উপাসনা) রূপ ধর্ম্ম, আর অহিংসারূপ যে পরমধর্ম্ম ইহাঁকেই বেদ সনাতন ধর্ম্ম কহিয়াছেন ॥৯১॥

আভাস।

পুনশ্চ বেদব্যাস মহাশয় সাংসারিক নীতিবাক্যে শুকদেব মহাশয়কে প্রবোধ দিতেছেন।

(প্রথমেঽধ্যয়নং কুর্য্যাদ্‌ দ্বিতীয়ে সঞ্চয়ন্তথা।
তৃতীয়ে সন্ততিং কুর্য্যাচ্চতুর্থে চ বনং ব্রজেৎ ॥৯২॥

সংসারে জন্মিয়া প্রথমতঃ বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে, দ্বিতীয় উদ্যমে ন্যায়বান্ হইয়া ধনোপার্জ্জন ও সঞ্চয়ন করিবে, এবং তৃতীয় কালে দার পরিগ্রহ করিয়া সন্তানাদি উৎপাদন করিবে, পরে চতুর্থাবস্থায় বানপ্রস্থাশ্রম লইয়া বনপ্রবেশ করিবে ॥৯৩॥

(নারী স্বর্গঃ সুখং স্বর্গঃ স্বর্গস্তাম্বূলভক্ষণং,
ইহৈব খলুতে স্বর্গঃ পশ্চাৎ স্বর্গং গমিষ্যসি ॥৯৩॥)

সুভাগা যে স্ত্রী সেই স্বর্গ এবং সুখবহ উৎসবে সতত যে আনন্দ সেও স্বর্গ, ও আয়াস অভাবে পরিতোষ চিত্তে যে তাম্বূলাদি চর্ব্বণ তাহাও স্বর্গ, অতএব হে প্রিয়তম পাল। আমৌ এই সমস্ত

সাংসারিক সুখ উপভোগ কর, পশ্চাৎ পর স্বর্গ অনায়াসে লভ্য হইবেক অর্থাৎ আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে তোমার ইহ স্বর্গ সম্ভোগ জন্য পর স্বর্গীয় বৈগুন্যাদির কোন শঙ্কা নাই ॥৯৩॥

আভাস।

বেদব্যাস মহাশয়ের প্রলোভনবচন শ্রবণ করিয়া শুকদেব মহাশয় তাঁহাতে দোষারোপ করিতেছেন অর্থাৎ মনুজগণের মুক্তির প্রতিরোধক স্বরূপ যে ভোগাদি তাহা বিশেষরূপে কহিতেছেন। *

* মুক্তি প্রতি নরাণাঞ্চ ভোগঃ পরম বন্ধনঃ ॥
নারী শয্যাসনং বস্ত্রং ধনমশ্য বিড়ম্বনং।
তাম্বুলভক্ষযানানি রাজৈশ্বর্য্য বিভূতয়ঃ।

ইহার বিস্তার শিব সংহিতার পঞ্চম পটলাদ্যে প্রাপ্ত হইবেন।

শুক উবাচ।

(সা সরুণা পরম কৌতুক মানিতে কন্দপদর্প বিজয়ায় বর প্রদানং। নাবাপ্যতে পিতৃঋণং পরিনারিতেব লোকস্য লোচন সুখায় বিকল্পিতেব ॥৯৪॥)

শুকদেব কহিতেছেন ক্রূণাদি দোষ সংদুষিত প্রযুক্ত অত্যন্ত অস্পৃশ্য এবং অপবিত্র হইয়াছে যে স্ত্রী, তাহাকেই আপনি কন্দর্প-দর্প পরাজয় জন্য উৎকৃষ্ট উৎসব করিয়া মানিতেছেন, এবং পিতৃ ঋণ (পুত্রাদি উৎপাদনে অত্যদ্যোগ বিশিষ্ট) বলিয়া নিবারণ করিতেছেন, ও কেবল লৌকিক নেত্রসুখার্থ বিকল্পিত করিতেছেন, কিন্তু নিজের রূপ যে কোন সদুপদেশ তাহা আপনা কর্তৃক আমি কিছুই প্রাপ্ত হইতেছি না। ॥৯৪॥

(যস্য ধর্ম্মস্য মাহাত্ম্যং প্রত্যক্ষমিব দৃশ্যতে।
অভ্যানং কুরুতে তত্র সর্ব্বশ্য জগতঃ প্রিয়ং ॥৯৫॥

যে ধর্ম্মের মাহাত্মা অপরোক্ষরূপে আমার উপলব্ধি হইতেছে, সেই যে ধর্ম্ম তাহাতেই আপনাকে অখিল জগতের প্রীতিভাজন করি ॥৯৫॥

(আর্ত্তোবক্ষাম্যহং তাত অনিত্যং খলু জীবিতং।
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং সন্তপ্তোমরণং প্রতি ॥৯৬॥)

একারণ হে পিতঃ! মদ্ বাক্য শ্রবণ করুণ, এই যে অনিত্য জীবাধার তাহাতে যে জীবৎমান থাকা তাহাও অস্থিরতা প্রযুক্ত

অত্যর্থ অস্বাস্থ্য জনক, এবং গর্ব্ভবাসেও উৎকট কষ্ট, অপর মরণেও দুঃসহ দুর্দ্দশাগ্রস্ত অতএব যদি জীবগণের সর্ব্বাকালই এইরূপ হইল অর্থাৎ পরমার্থাবলম্বন বিনা যখন সমুদায় সংসার শঙ্কট স্বর্গের সংসিদ্ধ হইল তখন আমার ইষ্ট সাধনে বনগমনে নিবারণে আপনি কেন অত্যুষ্টমনে কষ্ট পান ॥৯৬॥

আভাস।

শুকদেব মহাশয়ের এবম্প্রকার বিবেক বাক্য শ্রবণে বেদব্যাস মহাশয় অপত্যস্নেহে অভিভূত হইয়া পুনর্ব্বার কহিতেছেন।

ব্যাস উবাচ।

(প্রবাসে বহবো দোষা দুর্ব্বুদ্ধে শৃণু পুত্রক।
শীতোষ্ণ ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত ভিক্ষালভঃ কুভোজনং ॥৯৭॥)

বেদব্যাস কহিতেছেন। হে পুত্র। হে সংসার সুখানভিজ্ঞ দুর্ব্বুদ্ধে। আমার প্রবোধনী বাণী শ্রবণ কর। সংসারধর্ম্মনাশে সন্ন্যাসে দেশে দেশে প্রবাসে যে কি পরিমেয় ক্লেশ এবং শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা তৃষ্ণাদি ক্লান্ত প্রযুক্ত ভিক্ষাটনে যথালব্ধ ভোজনে কি পর্য্যন্ত যন্ত্রণা তাহা বক্তব্য নহে ॥৯৭॥

(অগ্নিহোত্রী ভবেৎ পুত্র সঞ্চ যজ্ঞাশ্রিতঃ সদা।
ঋতুকালাভিগামী চ স্থানং প্রাপ্নোতি শাশ্বতং ॥৯৮॥)

একারণ হে পুত্র! শ্রুত্যুক্ত অগ্নিহোত্রাদি যাগে দীক্ষিত হও এবং স্মৃত্যুক্ত পঞ্চযজ্ঞাদিকে সর্ব্বদা আশ্রয় কর ও পুত্রাদি উৎপত্তি হেতু যে স্বদার তাহাতে শাস্ত্রসম্মত অনুরাগী হও, তাহা হইলে নিত্যস্থানরূপ যে অমরালয় তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হইবে ॥৯৮॥

(অগ্নিহোত্রং বিনা পুত্র স্বর্গ নৈবচকশ্চন।
অগ্নিহোত্রং প্রযত্নেন পালযাত্র মহামুনে ॥৯৯॥)

হে পুত্র! অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বর্গ-সম্ভোগ কোনরূপেই সম্ভব নহে, অতএব হে মহামুনে! যত্ন-পূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া পরিপালন কর ॥৯৯॥

আভাস।*

বেদব্যাস মহাশয়ের ধর্ম্মাদি বিঘ্নরূপ *প্রবৃত্তিমার্গে শুকদেব মহাশয় প্রদোষ দর্শাইতেছেন।

---

* ধর্ম্মবিঘ্ন জ্ঞানবিঘ্ন এবং ভোগবিঘ্ন এতদ্বিঘ্নত্রয় যোগমার্গে অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত্যুপায়ে নিরূপিত আছে, তন্মধ্যে ভোগবিঘ্ন পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। যজ্ঞ ব্রত নিয়মাদি বিবিধ দনুষ্ঠানে যে আবদ্ধ হওয়া, তাহার নাম ধর্ম্মবিঘ্ন এবং যুক্তাভ্যাস ব্যতিরেকে কেবল দৈহিক সংস্কারাদি ও নানা শাস্ত্রীয় বিচারাদিতে যে অবরোধ হওয়া তাহার নাম জ্ঞানবিঘ্ন।

*ইহার বিস্তর শিব সংহিতার পঞ্চম পটলারম্ভ পাঠে প্রাপ্তি হইবেক।

(অগ্নিহোত্র ক্রিয়া কর্ম্ম রাক্ষসানাং গৃহে গৃহে।
ব্রহ্মচর্য্যং তপোমৌনং তেষাঞ্চৈব ন বিদ্যতে ॥১০১॥)

অপিচ অগ্নিহোত্রাদি প্রভৃতি কাম্যকর্ম্মাদির যে অনুষ্ঠান, তাহা হিংস্র রাক্ষসাদির ও গৃহে গৃহে দীপ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য তপমৌনাদিপ্রভৃতি ব্রহ্মসাধিকা যে যোগযজ্ঞাদি, তাহা তাহাদিগের স্বপ্নেও অনুভূত নহে ॥১০১॥

(যূপং কৃত্বা পশুং হত্বা কৃত্বা রুধির কর্দ্দমং।
যদেবং গম্যতে স্বর্গো নরকং কেন গম্যতে ॥১০২॥)

যূপ (যজ্ঞীয় পশু বন্ধন কাষ্ঠ) নির্ম্মাণ করিয়া পশুবধ করিয়া এবং রুধির দ্বারা কর্দ্দমাদি করিয়া যদি সকলে স্বর্গ-গামী হইল, তাহা হইলে আর নিরয়গামী কে? ॥১০২॥

(সত্যং যূপস্তপোহগ্নিশ্চ প্রাণশ্চ সমিধো মম।
অহিংসা পরমো ধর্ম্মো এষধর্ম্ম সনাতনঃ ॥১০৩॥)

যে ধর্ম্মে সত্যই হইয়াছে যূপ, এবং তপস্যাই হইয়াছে অগ্নি প্রাণাদিবর্গই হইয়াছে সমিধ (হোম কাষ্ঠ) এমত যে সেই হিংসাহীন পরম ধর্ম্ম তাহাকেই গুণাতীত সনাতনী ধর্ম্ম কহা যায় ॥১০৩॥

(প্রাণা যথাত্মনোভীষ্টা ভূতানামপিতে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১০৪॥)

যেরূপ আপনার প্রাণ ইষ্ট হয়, সেইরূপ সকল জীবের প্রাণও ইষ্ট হয়, একারণ জ্ঞানীগণ আত্ম উপমাক্রমে সকল জীবকেই দয়া করিয়া থাকেন ॥১০৪॥

আভাস।

ইদানীং গুরুদেব মহাশয় গত্যন্তর না দেখিয়া গৃহাশ্রমের প্রতিষ্ঠা প্রতীত করিতেছেন।

ব্যাস উবাচ।

(সর্ব্বেষামাশ্রয়ো ধর্ম্মো গৃহাশ্রমব তাং সদা।
গৃহমাশ্রিত্য যৎকর্ম্ম ক্রিয়তে ধর্ম্মসাধনং ॥১০৫॥)

বেদব্যাস কহিতেছেন। গৃহাশ্রমী ব্যক্তিগণের সর্ব্বদা যে গৃহাশ্রয় সেই হইয়াছে মুখ্যধর্ম্ম, যেহেতুক গৃহকে আশ্রয় করিয়া যে যে কর্ম্ম কৃত হয়, সেই সেই কর্ম্মেই ধর্ম্ম সাধিত হয় ॥১০৫॥

(মাতুস্তন্যং যথা পীত্বা সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
তথা গৃহিণমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি নির্ণয়ঃ ॥১০৬॥)

যদ্রূপ মাতৃস্তন বিনিঃসৃত দুগ্ধাদি পান করিয়া জীব জন্ত্বাদি জীবন ধারণ করে, তদ্রূপ গৃহাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া সকলেই জীবন ধারণ করে ইহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥১০৬॥

(যথা নদী নদাঃ সর্ব্বে সাগরং যান্তি নিশ্চয়ং।
তথৈবাশ্রমিনঃ সর্ব্বে আশ্রয়ন্তি গৃহাশ্রমং ॥১০৭॥)

যাদৃক্ যাবতীয় নদনদ্যাদির জলরাশি জলধি মধ্যে নিশ্চয় প্রবেশ করে, তাদৃক্ সমুদায় আশ্রমীগণ স্ব স্ব শরীর রক্ষার্থ নিশ্চয় গৃহাশ্রমকে আশ্রয় করে ॥১০৭॥

গৃহস্থাঃ সর্ব্বতোবন্দ্যা অনন্ত্যা সর্ব্বভিক্ষুকাঃ।
জীবন্ত্যাশ্রমিনো যস্মাত্তস্মাৎ শ্রেয়ান্ গৃহাশ্রমাঃ ॥১০৮॥

সম্যক্ প্রকারে বন্দনীয় যে গৃহাশ্রম এবং অনবস্থিত অপরিমেয় যে ভিক্ষুকাশ্রম এতদুভয়াশ্রম মধ্যে যে আশ্রম সম্বন্ধে সর্ব্বাশ্রমীর জীবন রক্ষা হয়, সেই শ্রেষ্ঠাশ্রম, অর্থাৎ গৃহাশ্রম সম্পর্কেই সকল আশ্রমীর সেবা সম্পাদিত হয়, এই হেতুক প্রাজ্ঞবরেরা গৃহাশ্রমকেই প্রধান করিয়া কহিয়াছেন ॥১০৮॥

আভাস।*

বিজ্ঞান পাদ পুত্র ভগবান্ গুরুদেব গোস্বামী স্বকীয় পিতাঁর ইত্যুক্তি শ্রবণে, স্বধর্ম্ম সহ সংসারধর্ম্মের সাদৃশ্য দর্শাইতেছেন।

শুক উবাচ।

মেরুসর্ষপয়োর্যদ্বৎ সূর্য্য খদ্যোতয়োরিব।
সরিৎ সাগরয়োর্যদ্বৎ তথা ভিক্ষু গৃহস্থয়োঃ ॥১০৯॥

শুকদেব কহিতেছেন। সুমেরু পর্ব্বত সন্নিহিত সর্ষপ যাদৃশ দীপ্তিমান্ এবং সূর্য্য সন্নিহিত খদ্যোৎ যাদৃশ প্রভাবান্ ও সরিৎপতি সন্নিহিত সরিতাদি যাদৃশ শোভমান্ তাদৃশ ভিক্ষুকাশ্রমীগণ সন্নিহিত গৃহীগণ প্রকাশ পান ॥১০৯॥

যদা শূদ্রোভবেদ্দাতা প্রতিগ্রাহীচ ব্রাহ্মণঃ।
ন তত্র দান মাত্রেণ শ্রেষ্ঠঃ শূদ্রো বিধীয়তে ॥১১০॥

যে স্থলে শূদ্র দানকর্ত্তা এবং দ্বিজাতি প্রতি গ্রহণ কর্ত্তা হয়, সে স্থলে কি শূদ্রদান মাত্র কার্য্য দ্বারা দ্বিজ বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ পদবী

পদারূঢ় হয়? অর্থাৎ তাহা যেমন কদাচ সম্ভবপর নহে, সেইরূপ গৃহশ্রমীগণ সন্ন্যাসাশ্রমীগণের আশ্রয়নীয় সত্ত্বেও কদাচ শ্লাঘনীয় নহে ॥১১০॥

আভাস।

ভগবান্ শুকদেব নিজ পুত্রের প্রকৃতি প্রকৃতিস্থ করণে কোন প্রকারে না পারিয়া পুনরপি পুত্রাদি প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া কহিতেছেন।

ব্যাস উবাচ।

অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে নৈবেহ পুত্রক।
পুত্রমুৎপাদনং কৃত্বা পশ্চাদ্ধর্ম্মং চরিষ্যসি ॥১১১॥

বেদব্যাস কহিতেছেন। হে পুত্র! অপুত্রক ব্যক্তির গতি ইহও স্বর্গলোকাদি মধ্যে কোন লোকেই নাই একারণ কহিতেছি অগ্রে পুত্রাদি উৎপাদন করিয়া পশ্চাৎ ধর্ম্ম সাধন কর ॥১১১॥

পুত্রেণ চ ভবেৎ স্বর্গঃ কুলং পুত্রেণ বর্দ্ধতে।
যশঃকীর্ত্তিশ্চ পুত্রেণ পুত্র উৎপাদ্যতাং সুত ॥১১২॥

পুত্রদ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, এবং পুত্রদ্বারা কুল বৃদ্ধি হইয়া বংশ রক্ষা হয়, অপর পুত্রদ্বারা যশঃ কীর্ত্যাদি সম্পত্তি স্ফূর্ত্তি হয়, অতএব হে পুত্র! প্রথমে পুত্র উৎপাদন বিষয়ে যত্নবান্ হও ॥১১২॥

আভাষ।

বিবেকী শ্রেষ্ঠ পরমাত্মনিষ্ঠ ভগবান্ শ্রীশ্রীশ্রী শুকদেব গোস্বামী পিতৃ কথিত তত্ত্ববিরুদ্ধ বাণী শ্রবণ করিয়া আত্মবিবেক বাণীদ্বারা তাহার বৈষম্য দেখাইতেছেন।

শুক উবাচ।

পুত্রেণ স্যাৎ যদা স্বর্গ স্তদা ধর্ম্মো নিরর্থকঃ।
যস্মিংশ্চ বহবঃ পুত্রা সোপি স্বর্গং গমিষ্যতি ॥১১৩॥

শুকদেব কহিতেছেন। যদ্যপি এক পুত্র মাত্র উপায় দ্বারা জীবগণের স্বর্গাদি সর্ব্বসাধন স্থিরতর হইল তখন ধর্ম্মাদি অনুষ্ঠান নিরর্থক বোধ করিতে হয়, কারণ যাহার বহুপুত্র বিদ্যমান সেই তো স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে * ॥১১৩॥

* ভোগের উৎকর্ষ বর্ণন হেতুক অত্রস্থলে স্বর্গকে পরম পুরুষার্থ কল্পনা করিয়াছেন, বস্তুতঃ স্বর্গ ভোগস্থান মাত্র অর্থাৎ পুণ্যাবসানে সকলকেই তথা হইতে পতন হইতে হয়, অতএব যাহার এমত সামান্য সুখ সম্ভব স্বর্গ সম্ভোগে সমর্থ নহে; তাহাদিগের মুক্তির কথা উল্লেক করা অনর্থক বিবেচনায় গুরুদেব মহাশয় এখানে কেবল স্বর্গই উল্লেক করিয়াছেন।

নাগী গোধী তথা শুণী কচ্ছপী বহুপুত্রিকাঃ।
এতা যান্তি যদা স্বর্গং তদা ধর্ম্মো নিরর্থকঃ ॥১১৪॥

যদি এমত হইল, তাহা হইলে সর্পিনী কুক্কুরী কচ্ছপী গোধিকা ইহারাও তো বহুপুত্রিকা, ইহাদিগেরও স্বর্গ প্রাপ্তি হয়? তবে তো ধর্ম্মাদি পদার্থ নিরর্থক ॥১১৪॥

দংষ্ট্রী নখী তথা মূষী লাঙ্গুলী বহু পুত্রিকাঃ।
এতা যান্তি যদা স্বর্গং তদা ধর্ম্মো নিরর্থকঃ ॥১১৫॥

দন্তবিশিষ্ট শূকরাদি এবং নখবিশিষ্ট ভল্লুকাদি ও লাঙ্গুল বিশিষ্ট ইন্দুরাদি ইহারা যদি বহু পুত্রাদিবিশিষ্টা হইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইল তবে তো ধর্ম্মাদি পদার্থ নিরর্থক স্বীকার করিতে হয় ॥১১৫॥

ন স্বর্গং তাত পুত্রেণ ন যশো নৈব পৌরুষং।
পুত্রোৎপত্তৌ চ নিয়তং লোকা যান্তি যমালয়ং ॥১১৬॥

অতএব হে তাত! পুত্রদ্বারা স্বর্গ যশঃ এবং পরুষত্বাদির কোন সম্ভাবনা নাই, যে হেতুক পুত্র উৎপত্তি হইলেও জনগণে নিরন্তর যমালয়কে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১১৬॥

অশাশ্বতো গৃহারম্ভো দুঃখং সংসার বন্ধনং।
জীবনো পরতা মূঢ়া বি মূঢ়া গৃহমেধিনঃ ॥১১৭॥

গৃহাদি ব্যাপারে যে অনুরক্ত হওয়া, তাহা অনিত্যতা প্রযুক্ত নিতান্ত ব্যর্থ, এবং সংসার শৃঙ্খলে যে আবদ্ধ হওয়া সেই নিরতিশয় দুঃখ, অপর জীবনপরতা অর্থাৎ যাহারা আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জ্ঞান করিয়া কেবল শরীরাদির সেবায় নিরত রহে, তাহারা মূঢ়, আর যাহারা স্ত্রীপুত্র গৃহাদি অভিমানাস্পদে আরূঢ় হইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করে, তাহারা বিমূঢ় অর্থাৎ অত্যন্ত মূঢ় ॥১১৭॥

আভাষ।

ধন প্রাণাদি যে ক্ষণধ্বংসী তাহা অধুনা শুকদেব মহাশয় বিস্তারক্রমে কহিতেছেন।

অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরি নদী বেগোপমং যৌবনং।
মানুষ্যং জলবিন্দুলোল চপলং ফেণোপমং জীবনং।
ধর্ম্মং যো ন করোতি নিশ্চলমতি স্বর্গার্গলং যাতনং।
পশ্চাত্তাপ হতো জরা পরিগতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতো॥
১১৮॥

এই নশ্বর সংসারে অর্থ সকল পদরেণু প্রায় অস্থায়ী, এবং যৌবন পর্ব্বত হইতে পতিত যে নদী তাহার বেগের ন্যায় অত্যল্প-কাল স্থায়ী, আর মনুষ্যত্ব অর্থাৎ কুটুম্বত্বাদি প্রভৃতি লৌকিক ব্যাপারে যে আনন্দ প্রাপ্তি, তাহাও চঞ্চল জলকণাবৎ ক্ষণমাত্র স্থায়ী, এবং জীবন নদীফেণ সদৃশ্য ক্ষণভঙ্গুর, অতএব এতাদৃশ্য অপার ভবসাগর মধ্যে অবস্থিত হইয়া যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে আত্মধর্ম্মযোগে বুদ্ধি যোগ না করে সে স্বয়ং স্বর্গের প্রতিরোধক খিল স্বরূপ হইয়া কেবল যাতনাকে প্রাপ্ত হয়, ও পশ্চাৎ শোকে হতাশ হইয়া এবং জরাকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া মনঃ পীড়ারূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়॥১১৮॥

আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবিতং,
র্ব্যাপারৈর্ব্বহুকার্য্য কারণ শতৈঃ কালোপিন জ্ঞায়তে।
দৃষ্টা জন্ম জরা বিয়োগ মরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে,
পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদ মদিরা মুন্মত্ত ভূতং জগৎ ॥১১৯॥

সূর্য্যের গমনাগমন দ্বারা প্রতিদিন পরমায়ুঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, এবং নানারূপ শত শত কার্য্য কারণ ব্যাপারে যে কাল বিগত হইতেছে তাহা জ্ঞাত হইতেছে না, অপর জন্মজরা বিরহ মরণাদি প্রত্যক্ষীভূত সত্ত্বে ও কোন প্রাণীর কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কা উপস্থিত হইতেছে না, অতএব আমি দেখিতেছি যে মোহময়ী প্রমোদ মদিরা পান করিয়া এককালীন সমস্ত জগৎ উন্মত্ত প্রায় হইয়াছে ॥১১৯॥

অজ্ঞানেনাবৃতা লোকা মোহেনাপি বশীকৃতাঃ।
সংযোগৈর্ব্বহুভির্ব্বদ্ধাঃ স্তে প্রযান্ত্যধমাং গতিং ॥১২০॥

যে সকল লোক অজ্ঞান দ্বারা আবৃত, এবং মোহদ্বারা বশীভূত, ও বিবিধ সংসারিক সংযোগ দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ হয়, তাহারা নিশ্চয় অধমা গতিকে প্রাপ্ত হয় ॥১২০॥

একস্য নহি জন্মাখ্যে শত জন্মনি বিভ্রমঃ।
শতজন্ম কৃতং পাপং শুদ্ধত্যেকেন জন্মনা ॥২১১॥

যে হেতুক একজন্মকৃত যে কর্ম্মসূত্র তাহা শত জন্মগত হইলে-ও নিবৃত হয় না, কিন্তু শত জন্মগত যে পাপ তাহা এক জন্মদ্বারা ক্ষয় হয় অর্থাৎ অজ্ঞান হেতুক কর্ম্মদ্বারা এক জন্মে শত শত জন্ম আকর্ষিত হয় এবং বিবেক হেতুক জ্ঞানদ্বারা শত শত জন্মার্জ্জিত পাপরাশি এক জন্মে বিদগ্ধ হইয়া মুক্ত হয় ॥১২১॥

আভাষ।

সর্ব্বাত্মদর্শী গুরুদেব মহাশয়ের মায়াশূন্য এতাবৎ বচন শ্রবণে আশুতোষ বাসনাকুলিত চিত্তে ব্যাকুল হইয়া পুনরপি বিলাপ বাক্যে বদ্ধ করিতেছেন।

ব্যাস উবাচ।

মনোরথ শতৈর্ব ৎস চিন্তিতং শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিনা।
আশাপাশ নিবদ্ধেন সন্ততিমে ভবিষ্যতি ॥২১২॥

বেদব্যাস কহিতেছেন। হে বৎস! আমি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি ধারণ করিয়া এবং আশারূপ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়া শত শত মনোরথ

দ্বারা চিন্তা করিয়াছিলাম, যে তুমি আমায় পুত্রভাবে সংসার ধর্ম্মে অবস্থিত হইবে ॥১২২॥

আভাস।

মহর্ষি বৈয়াসিক আত্মবিঘ্নজনক পিতৃ আশা সফল করণে একান্ত অসমর্থ হইয়া, শেষ নৈরাশ্য যুক্ত সুক্ষ্ম অবিকৃত বিবেক বাক্যাস্ত্র দ্বারা, তাঁহার পুত্র প্রাপ্তিরূপ আশাপাশ ছেদ করিতেছেন।

শুক উবাচ।

সংসারা বিবিধা ঘোরা ময়া দৃষ্টা সহস্রশঃ।
এক এবম্বিধো যোগোযষ্টব্যো নিশ্চলীকৃতঃ ॥১২৩॥

শুকদেব কহিতেছেন। নানাপ্রকার ভয় জনক এই যে সংসার, তাহা আমা কর্ত্তৃক সহস্র সহস্রবার দৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু এরম্বিধ অনির্ব্বাচনীয় যে এক যোগ তাহা আমাকর্ত্তৃক কখন সেবিত হয় নাই, অতএব অধুনা আমি নির্ব্বিকল্পরূপে সেই অব্যয় যোগ সাধনে অধ্যাসীন হইলাম, যদ্দারা অচলাগতিরূপ যে মুক্তি তাহা অনায়াসে লাভ করিয়া ব্রহ্মভাবে অবস্থিত হইব ॥১২৩॥

এবং নিরাকৃতো ব্যাসঃ শুকেনাপি মহাত্মনা।
মোহব্রাতং পরিত্যজ্যাগতো ব্রহ্মালয়ং ততঃ ॥১২৪॥

এইরূপ মহাত্মা শ্রীশ্রীশ্রীবিজয় কৃষ্ট গোস্বামী গুরুদেব মহাশয় কর্ত্তৃক আশুতোষ দাস পরাভূত হইয়া পুত্র পরিগ্রহরূপ যে মোহ বায়ু, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥১২৪॥

যঃ পঠেৎ শুশুচিভূর্ত্বা সাত্তা শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা সমন্বিতঃ।
মুচ্যন্তে সর্ব্বপাপেভ্যঃ সযাতি পরমাং গতিং ॥১২৫॥

যে ব্যাক্তি এতদগ্রন্থ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রযতচিত্ত হইয়া স্নানান্তর পাঠকরে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমাগতিকে প্রাপ্ত হয় ॥১২৫॥

ইতি ভক্তিসিদ্ধান্ত সংহিতায়াং শুক ব্যাসোত্তরং
রম্ভায়াঃ সম্বাদ প্রশ্ন সমাপ্তং ॥

ইতি ভক্তিসিদ্ধান্ত নাম সংহিতাতে শ্রীশ্রীশ্রীগুরুদেব বিজয় কৃষ্ট গোস্বামী উক্ত প্রত্যুক্তি রম্ভা শুকদেবের প্রশ্নোত্তর ভাষা সমাপ্ত হইল ॥

সমাপ্তোশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

প্রশংসা পত্র।

শ্রীহরি।

কল্যান ভাজন শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস প্রণীত ভাগবত সন্দর্ভ বা জগন্নাথ লীলা নামক পুস্তক পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম।

ইতি—তারিখ ২২শে শ্রাবণ।

(স্বাক্ষর)
শ্রীপ্রমথ নাথ তর্কভূষণ।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস প্রণীত "শ্রীভাগবত সন্দর্ভ" স্থানে স্থানে পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। প্রত্যেক হিন্দু সন্তান এই পুস্তক পাঠ করিয়া যে সন্তুষ্ট হইবেন সে বিষয় সন্দেহ নাই। আশা করি প্রত্যেক ধর্মপিপাসুই ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতোষ লাভ করিবেন।

ইতি—তারিখ ২৮শে শ্রাবণ।

(স্বাক্ষর)
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য,
ভাটপাড়া।